সংহতি

সংহতি সাহিত্য পরিষদ

সংহতি

সম্পাদনায়

ফারুক আহমেদ রনি
আবু তাহের
শামীম শাহান

সংহতি সাহিত্য পরিষদ

সংহতি

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০৯

সম্পাদনা পরিষদ
ফারুক আহমেদ রনি
আবু তাহের
শামীম শাহান

গ্রন্থনা
ফারুক আহমদ
মোহাম্মাদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল
ইকবাল হোসেন বুলবুল
হেলাল উদ্দিন
আনোয়ারুল ইসলাম অভি

কৃতজ্ঞতা: রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী শুয়েব, মুজিবুল হক মনি, আহমেদ ময়েজ, আবু মকসুদ, আব্দুল কাইয়ুম, মোহাম্মদ আজিজ, হরমুজ আলী

কম্পোজ এন্ড ডিজাইন
সিএম মিডিয়া
471 Railway Arch, Cantrell, Road, London E3 4BN

প্রচ্ছদ
শামীম শাহান

মুদ্রন
সুবর্ণ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং, ঢাকা।

মুল্য
একশত চল্লিশ টাকা, ৫ পাউন্ড

যোগাযোগ: সংহতি সাহিত্য পরিষদ, 76 Brady Street, London E1 5DW
www.shanghati.co.uk, e: shanghati@yahoo.co.uk

সূচি

মুখবন্ধ/০৬
সম্পাদকীয়/০৯
সংহতির প্রকাশনা ও দুটি কথা/১০
বিলেতে বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চা/১১
বিলাতের বাঙালি লেখক পরিচিতি/ ১৫-৪৮
অ-১৫
আ-১৬
ই-২৪
উ-২৪
এ-২৫
ও-২৫
ও-২৫
ক-২৫
খ-২৭
গ-২৭
চ-২৮
জ-২৮
ট-২৯
ত-২৯
দ-৩০
ন-৩১
ফ-৩৩
ব-৩৪
ম-৩৫
র-৪০
ল-৪১
শ-৪১
স-৪৩
হ-৪৭
বিলাতে বাংলা সংবাদ ও সাময়িকপত্র/৪৯
বিলাতের বাংলা টেলিভিশন/৫৭
বিলাতের বাংলা বেতার/৬০
সংহতি সাহিত্য পরিষদের কার্যকরী কমিটি/৬১
সংহতি বই মেলা উপ-কমিটি/৬২
সংহতির আলোকচিত্র/৬৩-৭০

মুখবন্ধ

সংহতি সাহিত্য পরিষদ বিশ বছর পেরিয়ে এলো। প্রবাসের বৈরী পরিবেশে বাংলা সাহিত্যের প্রসারে সংহতি তার কর্মতৎপরতার মাধ্যমে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়। কালের ধারাবাহিকতায় অগ্রগতির পথ ধরে সংহতি আজ সৃষ্টিশীল অঙ্গিকারে উজ্জিবিত।

যুক্তরাজ্যে সর্ব প্রথম মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশনার গুরু দায়িত্ব নিয়ে সংহতি যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৮৯ সালে। গত বিশ বছর ধরে সংহতি বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে আসছে নিরলস পরিশ্রম আর প্রত্যাশার উদ্দীপনায়। বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তৃতি এবং তার ব্যপ্তির লক্ষে সংহতি সংযোজিত করছে ব্যাতিক্রমধর্মী তৎপরতা। বিশেষ করে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশনার পাশাপাশি তৃতীয়বাংলা বলে আখ্যায়িত যুক্তরাজ্যের কথাশিল্পি এবং লেখিয়দের গল্প ও কবিতা নিয়ে সংকলিত করেছে গল্প ও কবিতা গ্রন্থ। প্রবাসের মাটিতে বসে বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে কাজ করার প্রতিশ্রুতিকে সংহতি পরিবার নিঃসন্ধেহে তার গৌরব ও অহংকার বলে দাবী করে। বিগত বিশ বছরে সংহতির ব্যপ্তি ও প্রসার লাভের মাধ্যমে বাড়িয়েছে সাহিত্যের প্রতি তাগিদ। তৈরী করছে প্রতিশ্রুতিশীল কবি ও সাহিত্যিক, যাদের প্রচেষ্টায় আজ আমরা কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌছতে সচেষ্ট। তাই আমরাও বিশ্বাস করি এই চেতনার পথ ধরেই প্রবাসের সকল প্রতিকূলতা পেরিয়ে পাড়ি দিতে পারবো ভিন্ন ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির উত্তাল প্রবাহের বিশাল আয়তন।

সংহতি অংশগ্রহণ করছে বাংলা একাডেমি অমর একুশের বইমেলায় এবং এই উদ্যোগ একটি যুগান্তকারী মাইল ফলক হিসাবে পরিলক্ষিত। একুশে বই মেলায় সংহতির অংশগ্রহণ বা ষ্টল নেয়ার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে প্রবাসের লেখক, কবিদের প্রতিনিধিত্ব করা এবং তাদের প্রকাশনার সাথে বাংলাদেশ তথা বাংলাভাষী পাঠকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা কবি, সাহিত্যিকরে মধ্যে যোগসুত্র বা সেতুবন্ধনের একটি বিকলপ প্রয়াস হিসাবে বিবেচিত হবে বলেই আমাদের ধারনা।

উল্লেখ্য যে, পথম বারের মত প্রবাসীদের পক্ষ থেকে একুশের বই মেলায় অংশগ্রণের একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো ১৯৯৭ সালে। 'পরবাসী' নামকরনের সেই ষ্টলের উদ্যোক্তা ছিলেন কবি সৈয়দ সাহিন, কবি ফারুক আহমদ রনি ও আবু তাহের ।

আজ একযুগ পর সংহতি প্রতিশ্রুত প্রবাসী লেখিয়দের অবদানকে দেশীয় সাহিত্যাঙ্গনে যথাযথ মুল্যায়ন এবং স্বীকৃতির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার অঙ্গিকারে। বাংলা সাহিত্যের

প্রসারে যেন একটি মানচিত্রের মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে সারা বিশ্বজুড়ে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।

বইমেলাকে সামনে নিয়ে সংহতি প্রবাসী লেখক পরিচিতি নিয়ে একটি গ্রন্থ সংকলনের কাজ হাতে নেয় এবং এতে তৃনমূল পর্যায় থেকে লেখকদের খুঁজে তাদের পরিচিতি তালিকা ভুক্ত করা (শুধু মাত্র বিলেত প্রবাসী নয়,পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা কবি সাহিত্যিকদের সংকলিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল)। কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য আমরা যুক্তরাজ্যের বাহিরে বসবাসকারী সাহিত্যিকদের আশানুরুপ বা যথেষ্ট পরিমান তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। তাই এ বছর কেবল মাত্র যুক্তরাজ্যের অর্থাৎ তৃতীয় বাংলার লেখিয়দের তথ্য নিয়ে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি লেখক পরিচিতি গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করতে। তবে আমরা আশাহত নই আমরা যথেষ্ট উদ্যোমী হতে পারছি এবং আশা করছি আগামীতে আমরা বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসী লেখিয়দের সংকলিত করতে পারবো। যাদের আমরা এই গ্রন্থে অর্ন্তভুক্ত করতে পারিনি তাদের নিরাশ হবার কোন কারন নেই। আমরা নিয়মিত সংহতির ওয়েবসাইটে পরিচিতি আপডেট করবো এবং সংহতি গ্রন্থটিকেও প্রতি বছর সমৃদ্ধ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করছে।

ইতিমধ্যে, ২১শের বইমেলায় প্রবসী ষ্টল নিয়ে প্রবাসীদের মনে ভিন্ন রকম অনুভুতি এবং ব্যাপক সাড়া পরিলেক্ষিত হচ্ছে। অজস্র ইমেইল আর ফোনের মাধ্যমে যে প্রত্যাশা দেখতে পাচ্ছি তাতেই আমরা অনুপ্রাণিত এবং অভিভুত। বিলেতে তথা বিশ্বের বাংলাভাষী পরিমন্ডলে সংহতির এই আয়োজনে যে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার গতি ধরে রাখতে পারলেই সংহতির এই আয়োজন সার্থক হবে বলে আমরা মনে করি ।

বাংলা একাডেমি কতৃপক্ষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ বিশেষ করে সংহতি তথা প্রবাসীদের স্বল্প পরিসরে হলেও ষ্টল বরাদ্দ থেকে শুরু করে সার্বিকভাবে সহযোগীতা করার জন্য। তারপরও আমাদের প্রত্যাশা থেকে যায়-। আমরা আশা করবো আগামীতে এই ষ্টলকে আরেকটু সম্পসারিত করার সুযোগ করে দিয়ে প্রতি বছর বাংলা একাডেমি একুশে বইমেলায় প্রবাসী সাহিত্যনুরাগীদের প্রানকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলার প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসবেন। প্রবাসীদের অবদানকে স্বীকৃতি দান এবং তারা যাতে বাংলাদেশে তথা বাংলাভাষার সাহিত্যাঙ্গনে নিজেদের অংশীদারীত্ব এমনকি সপৃক্ততার মুল্যায়নে প্রতিষ্টা পেতে পারে। আমাদের প্রত্যাশা- এই ষ্টল একদিন পরিনত হবে প্রবাসী ও স্বদেশী সাহিত্যিকদের আনন্দঘন মিলন মেলায়।

সবশেষে যাদের সাহায্য-সহযোগিতায়, মেধা, মনন ও শ্রমের বিনিময়ে সংহতি আজ আলোর পথের সন্ধানী, তাঁদের প্রতি সংহতি কৃতজ্ঞ, সাথে সাথে তাঁদের প্রতি আমাদের

নিরন্তর ভালবাসা এবং অভিনন্দন।

সংহতি প্রবাসী সাহিত্যিকদের এমনকি বাংলাভাষা সাহিত্যের যথার্থ প্রতিনিধিত্বকারী ভুমিকা পালন করার মানসে কাজ করে যাবার জন্য অঙ্গিকারাবদ্ধ। সংহতি জন্মলগ্ন থেকে তার কর্মের প্রতি বরাবর প্রতিশ্রুত। আমরা বিশ্বাস করি সৎ মননশীল কর্মের বিকল্প নেই, আমরা বিশ্বাস করি মানুষের সাধ্যের বাহিরে কেবলমাত্র অপৃহ আকাশটাই সীমাবদ্ধ। তাই আমরা আমাদের কর্ম এবং ইচ্ছে শক্তির কাছে বিশ্বস্ত আর সাহিত্যের মাঠে নির্বিকার উদ্যোমে প্রতিয়মান শিল্প শ্রমিক।

জয় হোক বাংলা ভাষা-সাহিত্যের, জয় হোক অমর একুশের চেতনায় প্রলুব্ধ নির্ভীক ভাষা সৈনিকদের।

আবু তাহের
সাধারন সম্পাদক, সংহতি

সম্পাদকীয়

লেখক, কবি ও সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহ করে পরিচিতি গ্রন্থনা একটি কঠিন এবং দুরূহ কাজ। বিলেতের বিশাল অঙ্গনজুড়ে এখন বাংলা সাহিত্যের সম্ভাবনাময় এক অনবদ্য কাল। তারই ফলশ্রুতিতে বাংলা একাডেমি অমর একুশকে সামনে রেখে সংহতির প্রকাশনা তৃতীয়বাংলার লেখক পরিচিতি। বিশ্বায়নের এই যুগে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বশেষ অবস্থানে বসবাস করছি, কিন্ত আমাদের ঐক্যের এবং স্থিতির লক্ষে পৌছতে হলে পেরুতে হচ্ছে দুর্গম পথ। বাংলাভাষী কবি সাহিত্যিকরা স্বদেশ মাটি থেকে দুরে থেকেও যে ভাবে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শিকড়ের টানে প্রতিনিয়তই কাজ করে যাচ্ছেন, সংহতির প্রকাশনা তাদেরই নিয়ে। স্বল্প পরিসরে হলেও গ্রন্থটি একটি অন্যতম সংযোজন। আমাদের বিশ্বাস বাংলাদেশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাংলাভাষী সাহিত্যিক ও গবেষকদের জন্য নিঃসন্ধেহে এই প্রকাশনাটি একটি মাইল ফলক হিসাবে বিবেচিত হবে। সংহতি বরাবর তার কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই আমাদের সৎ সাহসের কমতি নেই।

প্রবাসী মাত্রেই বৈরী প্রতিকুলতা, আর সে বৈরী অবস্থান থেকে ভাষা সাহিত্যের জন্য কাজ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়, মুখোমুখি হতে হয় নানা বিপর্যের...।

যদিও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা বাংলাভাষি কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াসে তাদের পরিচিতি সংকলিত করতে, কিন্তু সময়াভাবে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ হয়নি। তাই আমরা সংকলনটিকে শুধুমাত্র তৃতীয়বাংলার (যুক্তরাজ্য) লেখক পরিচিতি হিসাবে প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা আগামীতে সংকলনটির প্রসার এবং সমৃদ্ধির লক্ষে কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই কাজ করে যাবো। সাথে সাথে সংহতির ওয়েভসাইটে লেখিয়দের তথ্য ক্রমান্বয়ে লিপিবদ্ধ করা হবে। আমরা জানি গ্রন্থটিতে সিদ্ধ হস্তের পরিচর্যার অভাব রয়ে গেছে, কারন সময় আমাদের অনুকূলে ছিলনা। তথ্য সংগ্রহে ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক, কারন ইতোপূর্বে এ রকম তথ্য সম্বলিত কোন গ্রন্থ প্রকাশ হয়নি, যাহা কিনা আমাদের কাজকে সহজতর করতে পারে। তবে আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই তথ্যবহুল লেখক পরিচিতি নিঃসন্ধেহে কিছুটা হলেও প্রবাসী লেখিয়দের সেতু বন্ধনে যথেষ্ট ভুমিকা রাখতে পারবে। বাংলা একাডেমি বইমেলায় সংহতির ষ্টল নেয়ার মাধ্যমে অংশ্রগ্রহন এবং লেখক পরিচিতি গ্রন্থ প্রকাশনা একটি ভিন্ন প্রয়াস হিসেবে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আমরা বিশ্বাস রাখি- সংহতির এই প্রয়াসকে ক্ষুদ্র মানসিতার ভৈববে উড়িয়ে না দিয়ে এগিয়ে আসবেন মুক্ত সমালোচনায়, যাতে আমাদের সামনে চলার পাথেয় বলে গণ্য হয়। আমরা যেকোন দায়ভার গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হবোনা। আমরা আমাদের প্রত্যাশার বাণী আপনাদের হাতে লিপিবদ্ধ করে তুলে দিলাম। আশা করবো সহজভাবেই গৃহীত হবে।

সংহতির প্রকাশনা ও দুটি কথা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তার এখন জগৎময়। মেঘনা সুরমার ঢেউ এসে এখন অনায়াসে টেমস এর তীরে আছাড় খায়। এক সময় বলা হতো মর্ডান বেঙ্গলী লিটারেচার ইজ দা লাষ্টবোর্ন চাইল্ড অব ইংলিশ লিটারেচার। সেই শিশু আধুনিক বাংলা সাহিত্য এখন সাবালত্ব অর্জন করেছে। নোবেল প্রাইজ অর্জন করেছে। ইংরেজী ভাষাও সাহিত্যের আদি ও মূল কেন্দ্র ইংল্যান্ডেও তার বিজয় জয়ন্তি উড়িয়ে দিয়েছে ।

বাংলা ভাষা এখন আর দুই বাংলার ভৌগলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়। তার চৌহদ্দী বেড়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে। বাংলা সাহিত্যও এখন আর এক কেন্দ্রিক সাহিত্য নয় ; তার শক্তিশালী চারটি কেন্দ্র এখন কলকতা, ঢাকা, লন্ডন ও নিউইয়র্ক। এই চারটি শহরে বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য প্রকাশনা সংস্থা গড়ে উঠেছে। মাতৃভাষা চর্চায় নিয়ত বাংগালী অভিবাসীদের মধ্য থেকে কবি, কথাশিল্পী, নাট্যকার, গীতিকার বেরিয়ে আসছেন দলে দলে।

বাংলা ভাষায় শুধুমাত্র সংবাদপত্রে নয়; বেরুচ্ছে সাহিত্য পত্রিকা, কবিতা, গল্প, উপন্যাস বেরুচ্ছে কলকাতা ও ঢাকার মতো লন্ডন নিউইয়র্ক থেকেও। প্রবাসের বাংলা সাহিত্য মানে ও গুণে পেছনের সারিতে পড়ে থাকার মতো নয়; বরং বিষয় বৈচিত্রে তা অতুলনীয় । সারা বিশ্বের প্রতিভাস এখন ধারন করছে প্রবাসের বাংলা সাহিত্য ।

সংহতি প্রবাসের এই সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালি সাহিত্যিকদের ইতিহাস ও পরিচয় লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এটা একটা মহৎ উদ্যোগ। তাদের উদ্যোগ প্রবাসের (সারা ইউরোপ আমেরিকা) যে সাহিত্যিক পরিচিতি প্রকাশ হতে যাচ্ছে তা শাশ্বত বাংলা সাহিত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য উজ্জ্বল অধ্যায় হিসাবেই একদিন গণ্য হবে । সাহিত্যের মুকুরেই ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি তার চেহারা ও চরিত্রে প্রতিফলন দেখে এই সাহিত্যিক। পরিচিতির গ্রন্থটিতেও প্রবাসে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির চেহারা ও চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। এটা এখন আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসের অবিভাজ্য অংশ। পরিচিতি প্রকাশের এই উদ্যোগও নিয়মিত হোক এবং আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে প্রবাসের কবি শিল্পিদের অবদান যথাযথ স্বীকৃতি পাক এবং তাদের বিকাশ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক। বাংলা ভাষা একদিন অন্যতম বিশ্বভাষায় পরিনত হোক এটা আমার কামনা। সংহতির প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক, সফল হোক।

ঢাকার বাংলা একাডেমিতে প্রতিবছর একুশের যে বই মেলা হয়, সেই মেলায় সংহতির ষ্টল এবার প্রবাসী ষ্টল হিসেবে এই প্রথম ভুমিকা গ্রহন করছে - প্রতিবছর তাদের এই ধরনের ষ্টল খোলার সুযোগ দেওয়া উচিৎ এবং দেশে প্রবাসের বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে সংহতির এই উদ্যোগ স্থায়ী হওয়া দরকার ।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী
লন্ডন, ৩১ জানুয়ারী ২০০৯

বিলেতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা

বিলেতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস শত বছরের হলেও সঠিক সময়-কাল নির্ণয়ে গবেষনার অবকাশ থেকেই যায়। বিলেত বলতে এক সময় যে ভৌগলিক দূরত্বকে বুঝাতো সেটা ছিল নিঃসন্দেহে একটা অপার দূরুত্বই...। আজ হয়ত বিজ্ঞান-প্রযুক্তি তার সীমানার পরিসর ছোট করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই অতীত এবং প্রবাসী সাহিত্যে অকর্ষিত অবস্থান নিয়ে যদি ক্ষেত্র আবিস্কারের মাপ-ঝোক করতে হয় তাহলে জীবনবোধটাকেই পরিস্থিতির আলোকে বিবেচনা করতে হবে। প্রবাস মনের মর্মবেদনাকে জানতে হবে। মাইকেলের কবিতায় স্পষ্ট সে বেদনার ভেতর দিয়ে আত্মদ্বন্দ্বের স্পষ্টতর বর্ণনা দিয়েছে কবিতার ভাষায়। প্রবাস যাপনের মধ্যদিয়ে তিনি অন্তঃস্পন্দনে স্বদেশ মাটি আর মানুষের কথা ভেবেছেন, রচনা করেছেন বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠতম কাব্য।

মানুষ জন্মের সর্বপ্রথম আর্কষণ তার ভাষা, আর এই ভাষার সার্বভৌম ক্ষেত্র নির্মাণে যুগে যুগে সাহিত্যিকরা তাদের চৈতণ্যের ভেতর দিয়ে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা তাদের আত্মখন্ডনের মাধ্যমে ভাষা-সাহিত্যের গন্ডিকে প্রসারিত করার দায়বোধ নিয়ে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন নিরন্তর। মানুষ যেখানে সেখানেই ভাষা আর ভাষার প্রসারে সাহিত্যের বিকল্প নেই। বিশ্বায়নের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমকে আজ হয়ত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পথ সুগম হয়ে আসছে। কিন্তু আজ থেকে শত বছর আগে যারা যুক্তরাজ্যে তথা প্রবাসে বসে ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বাংলা সাহিত্যের জন্য কাজ করেছেন, বাংলা সাহিত্যচর্চার এবং ভাষা-সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাদের সৃষ্টি আজো পরিণত প্রজ্ঞায় বিবেচিত হয়।

যুক্তরাজ্যে বাংলাভাষা বা সাহিত্যচর্চার ইতিহাসকে সংকলিত করতে হলে আমাদের নিভৃতচারী সে সকল শিল্পস্বত্বাকে খুঁজে বের করতে হবে। খুঁজতে হবে বিচ্ছিন্ন ভাবে রচিত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য পর্ব।

কবিগুরু রবীঠাকুরের লন্ডনের হ্যামষ্টেডের বাড়িটি এমনকি এভোন নদির পারে সেক্সপিয়রের বাড়ির সামনে তাঁর আবক্ষ ভাস্কর্য আমাদের ভাষা-সাহিত্যকে লালন করছে কালের সাক্ষি হয়ে। বিশ্ব সাহিত্যের পাদপীঠে বাংলা ভাষার ঐতিহ্য আজ জাজ্বল্য প্রকাশমান...।

আর প্রবাসীরা বার বার তারই প্রমাণ করেছে ভাষা-সাহিত্যের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার অঙ্গিকারকে নব দিগন্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। বিলেতে বসে সাহিত্যচর্চা করেছেন এমন সব বরণ্যে কবি সাহিত্যিকদের নামের আগে অনায়াসে চলে আসে

মাইকেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের নাম। তারপর ক্রমান্বয়ে বিলেতের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে আরো যে সকল কবি-সাহিত্যিকদের নাম আমাদের বাংলা সাহিত্যের উর্বরতাকে সমৃদ্ধ করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম অন্নদাশঙ্কর রায়, এস ওয়াজেদ আলী, সৈয়দ মুজতবা আলী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

সময় ও কালের পরিবর্তনে এক সময় আমাদের বাঙালি অভিবাসীদের উত্থানের ফলশ্রুতি হিসেবে বিলেতে বিস্তৃতি ঘটতে থাকে বাংলাভাষীদের অবস্থান। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুক্তরাজ্যের শিল্প ও শ্রমিক ঘাটতি পুরণ করতে বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়া উপমহাদেশের জনশক্তিই প্রাধান্য পায় এবং তারই ধারাবাহিকতায় বাঙালিরাও আসতে থাকে । ষাটের দশক থেকে বলতে গেলে বাঙালিদের অবস্থান ছড়িয়ে পড়ে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে, যেমন- লন্ডন, বার্মিংহাম, কার্ডিফ, লীড্স, মানচেষ্টারসহ বিভিন্ন অঞ্চলে।

সর্বপ্রথম বর্হিবিশ্বে বাংলা ভাষায় বিবিসি ওর্য়াল্ড সার্ভিস অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে ১৯৪১ সালে। তারই ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিবিসি'র বাংলা বিভাগ বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রধান একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

বিশেষ করে কমল বসু, নাজির আহমেদ, ফতেহ লোহানী, অধ্যাপক নূরুল মোমেন, সিরাজুর রহমান, কবি সৈয়দ শামসুল হক এবং নূরুল ইসলাম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেন। বিবিসি বাংলা বিভাগ ছাড়াও বিলেতে প্রকাশিত হতে থাকে বাংলা পত্রিকা, সাহিত্য সাময়িকী এবং প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে সাহিত্য- সাংস্কৃতিক সংগঠন।

ষাট ও সত্তর দশকের দিকে বাংলা পত্রিকার জন্ম একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়টা ছিল বাংলা পত্রিকার স্বর্ণ যুগ।

আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা সাহিত্য পরিষদ এবং আরো কিছু সাহিত্য সংগঠন; সেগুলোর মধ্যে সুরমা ইয়াং রাইটার্স গ্রুপ, সংহতি, রেঁনেসা, শরৎ একাডেমি, কবি নজরুল সেন্টার, টেগোরিয়ান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য বিষয়ক কাগজ- সাগর পারে, সংহতি, অভিমত, প্রবাসী সমাচারসহ বেশ কিছু মাসিক, ত্রৈমাসিক কাগজ প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে সংহতি-ই ছিল সর্বপ্রথম মাসিক সাহিত্যের কাগজ এবং পরবর্তিতে শিকড়।

বিলেতের সাহিত্য সংগঠনগুলোর বিভিন্ন তৎপরতাকে কেন্দ্র করে, যেমন সাহিত্য সম্মেলন, নজরুল-রবীন্দ্র জয়ন্তী, বাংলা কবিতা উৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার অনেক বরণ্যে কবি সাহিত্যিকদের উপস্থিতি ভাষা-সাহিত্যচর্চার প্রয়াসকে আরো শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ করতে যথেষ্ট ভুমিকা পালন করে। তাঁদের অনেকের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়,

শামসুর রাহমান, শওকত ওসমান, সুফিয়া কামাল, শংকর, সমরেশ মজুমদার, পূর্ণেন্দু পত্রী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শহিদ কাদরী, সৈয়দ শামসুল হক, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সানাউল হক, সৈয়দা আনোয়ারা হক, হাসান হাফিজুর রহমান, আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ, বেলাল চৌধুরী, রফিক আজাদ, বেলাল মোহাম্মদ, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, ইমদাদুল হক মিলন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আশির দশকে বিলেতে সাহিত্যচর্চা, বিভিন্ন পত্রিকা ও সাহিত্যের কাগজগুলোকে সামনে নিয়ে এখানকার লেখিয়দের মধ্যে নানা তৎপরতা নিঃসন্দেহে দৃঢ় ভিত্তিতে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে। আশির দশকটা বিলেতে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল প্রত্যাশার সম্ভাবনাময় যুগ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ সূচনার সৃষ্টি করে। সেই সময়ে যাদের একান্ত পরিশ্রম বিলেতের সাহিত্যাঙ্গনকে মুখর করে তুলেছিল তাঁদের মধ্যে- বিশেষ করে তাসাদ্দুক আহমদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, সিরাজুর রহমান, আব্দুল মতিন, আব্দুল আজিজ, গাজীউল হাসান খাঁন, এম আর আখতার মুকুল, শফিক রেহমান, হিরন্ময় ভট্টাচার্য, কেতকী কুশারী ডাইসন, অমর নাথ চক্রবর্তী, মাসুদ আহমেদ, কাদের মাহমুদ, আব্দুল মোমেন, ফজলুল আলম, আমিনুল হক বাদশা, উর্মি রহমান, দেবব্রত চৌধুরী, ডা. কুদরত উল ইসলাম, সালমা নাসির ডলি, সালেহা চৌধুরী, রেণু লুৎফা, জাফরী জোবায়দুর রহমান, শ. আজম ফারুক, সৈয়দ সামাদুল হক, আ ম নেসওয়ার, আব্দুল মুখতার মুকিত, নজরুল ইসলাম বাসন, সৈয়দ শাহীন, শিকদার কামাল, আতাউর রহমান মিলাদ, সৈয়দ বেলাল আহমদ, কামাল কোরেশী, ফারুক আহমদ, ড. বেলাল হোসেন জয়, রব্বানী চৌধুরী, ফারুক আহমেদ রনি, দিলু নাসের, মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম ক্যারল জাহেদী, আবু মকসুদ, ফিরোজ আহমদ, আবু তাহের, হিরণ বেগ, সাইফ উদ্দিন আহমদ বাবর, মোহাম্মদ দিনার, লোকমান আহমদ, নজরুল ইসলাম নাজ, ইকবাল হোসেন বুলবুল, তাবেদার রসুল বকুল, নজরুল ইসলাম নজির, সেলিম উদ্দিন, সৈয়দ আকামত আলী রুবেল, হাসান তসদ্দিক রুহেল, শামসুল হক এহিয়া, সাবেকা সুলতানা, খাদিজা শাহজাহান, সাজেদা সৈয়দ বীনা, সফিয়া জহির, শিহাবুজ্জামান কামাল উল্লেখযোগ্য (অনিচ্ছাকৃত অনেকের নাম বাদ পড়তে পারে, ক্ষমাপ্রার্থী)।

তাছাড়াও ৯০ এর দশক থেকে বর্তমান সময়ে বিলেত প্রবাসী লেখিয়দের তালিকা বিশাল, যাহা কিনা আমাদের শাশ্বত অবস্থানকে সৃষ্টিশীলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে যথার্থ সহায়ক। প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও আজ স্ব স্ব অবস্থান থেকে তারা প্রসারিত হচ্ছেন হিরন্ময় কালের পানে। জরিপে দেখা যায় ঢাকার বাংলা একাডেমি গ্রন্থ মেলাকে উপলক্ষ করে প্রতি বছর বিলেতের লেখিয়দের কম হলেও ৩৫-৪০ টি গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। বিলেত প্রবাসীরা

আর প্রবাসী হিসেবে নিজেদের পরিচয় করতে চাননা, কেননা এখন বাঙালিরা যুক্তরাজ্যকে 'তৃতীয় বাংলা' হিসাবে পরিচয় করার দাবি রাখেন।

অবলীলায় আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে প্রবাসীদের শ্রম-ত্যাগ আর কর্মের ফলশ্রুতি হিসাবে বিশ্বের কাছে আজ বাংলা ভাষার অবিস্মরণীয় স্বীকৃতি। আর সেই সুবাদে আমরা মাথা উঁচু করে আর্ন্তজাতিক বাংলা ভাষা দিবস পালন করতে পারছি। মাতৃভাষার জন্য ত্যাগ এবং স্বীকৃতি পাবার যৌগ্যতা রাখার দাবিতে বাংলা ও বাঙালির বিকল্প নেই। প্রবাসীরা এখন নিজেরাই গ্রন্থমেলা, সাহিত্য সম্মেলন, কবিতা উৎসব, নাটক, ছবি এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিটি অঙ্গনে জায়গা করে নিচ্ছে নিজেদেরই শ্রম আর ত্যাগের বিনিময়ে। বাংলা ভাষার প্রতিনিধিত্ব শুধু নয় একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ তৃতীয় বাংলার বাঙালিরা লন্ডনে এবং ওল্ডহামে গড়ে তুলেছে স্থায়ী দুটি শহীদ মিনার। প্রবাসে এখন স্বদেশ-প্রাণ উত্থান অবস্থান। ভাষা সাহিত্যের অপরাজেয় স্বীকৃতি স্বরুপ বৃটিশ ক্যারিকুলামে বাংলা জিসিএসই, এ লেভেল সাবজেক্ট সম্পৃক্ত হয়েছে। হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বাংলাভাষায় তথ্য ও বর্ণনা লক্ষণীয়, এমনকি বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় রাস্তার নাম, সাইনবোর্ড ও সংকেত চিহ্নের বিশ্লেষণ বাংলাতেই শোভা পাচ্ছে গর্বের সাথে। শত শত মাতৃভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলা ভাষা জায়গা করে নিয়েছে প্রবাসীদেরই ত্যাগের বিনিময়ে। লক্ষ লক্ষ প্রবাসীরা আজ বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ধারক হয়ে প্রচার ও প্রসারের লক্ষের পথে অগ্রগামী।

ফারুক আহমেদ রনি
সভাপতি: সংহতি

ফা রু ক আ হ ম দ

বিলাতের বাঙালি লেখক পরিচিতি

বিলাতে প্রথম বাংলা পত্রিকা বের হয়েছিল ১৯১৬ সালে। সেই হিসেবে এখানকার সাহিত্যচর্চার ইতিহাসটাও অনেক পুরোনো। তবে কতটুকু পুরোনো সঠিক গবেষণার অভাবে সেই কালবিন্দু নির্দেশ করে বাংলা ভাষাভাষী লেখকদের পরিচিতি তুলে ধরা বেশ কঠিন। কারণ, রবার্ট ম্যাকলোহানের গ্লোবাল ভিলেজ তত্ত্বের এই যুগে আমরা কেউই এখন আর কোনো নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে বসবাস করি বা করছি না। আজ এখানে তো কাল অন্য জায়গায়, অন্য কোনো দেশে। এইতো উনিশ সমরের দশকে কবি শহীদ কাদরী ছিলেন লন্ডনবাসী। পত্রিকা অফিসগুলো অথবা ব্রিক লেইনের সুইট এন্ড স্পাইস, আলাউদ্দিন কিংবা ক্লিপটন রেস্টুরেন্টের আড্ডার যিনি ছিলেন মধ্যমনি। এখন তিনি আমেরিকার নাগরিক। বর্তমান বাংলা টাউনে শহীদ কাদরী কিংবা তার মতো অনেকে এখন কেবলই স্মৃতি। এছাড়া আমরা যারা যুক্তরাজ্যে বসবাস করি, আমাদের অনেকেরই পরিচয় এখন আর শুধুই বাঙালি নয়; ব্রিটিশ-বাঙালি। সেই সাথে আমরা প্রবাসীও নয়, যুক্তরাজ্যবাসী। মীর্জা ইতিশামুদ্দিন, রামমোহর রায় থেকে কবি মাইকেল মধুসূধন দত্ত অরু দত্ত ও তরু দত্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শহীদ কাদরী কিংবা হাল আমলের লেখকদেরই চারণভূমি এই বিলাত। এই যাযাবর লেখকদের নিয়েই আজকের এ পরিচিতির পরসা সাজানো হয়েছে। অনেকেই হয়তো বাদ পড়ে গেছেন। আবার অনেকের পুরো পরিচিতি কিংবা গ্রন্থ তালিকাও তোলে ধরা সম্ভব হয়নি। তবে একটি লেখক অভিধান সাজানোর কাজ অব্যাহত থাকবে এবং আমরা আগামীতে এই তালিকাটিতে আরো সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য ও নির্ভুল 'বিলাতের লেখক পরিচিতি পাঠকদের হাতে তোলে দিতে সক্ষম হবো বলে আশা রাখি। এই লেখাটিতে 'লেখক' শব্দটি আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ি যিনি সাহিত্য-গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি রচনা করেন তিনিই লেখক। সেই অর্থে একজন কবিও কাব্য-লেখক, একজন ছড়াকারও ছড়া-লেখক। তাই ব্যাপক অর্থে শব্দটিকে গ্রহণ করে আমরা বিলাতের বাংলা ভাষাভাষী লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

অ.

অমর্ত্য সেন: অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বাঙালি। জন্ম: শান্তিনিকেতনে। পৈত্রিক নিবাস ঢাকার বিক্রমপুরে। শৈশব ও কৈশোরের একটি উল্লেখযোগ্য সময় কেটেছে ঢাকায়।

লেখাপড়া করেছেন ঢাকার সেইন্ট গ্রেগোরিজ স্কুলে। তখন থাকতেন পুরনো ঢাকার ওয়ারী এলাকার ১৬ লারমিনি স্ট্রীটে। ১৯৫৩ সালে উচ্চশিক্ষার্থে লন্ডনে আসেন। তারপর ভারত, লন্ডন, ক্যাম্ব্রীজ, হার্ভার্ড ইত্যাদি বিশ্ববিশ্বদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। (পৃ.-৮২১)। অমর্ত্য সেনের লিখিত ও সম্পাদিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: Identity and Violence: The Illusion of Destiny (Issues of Our Time), New York, W. W. Norton, 2006; The Argumentative India, 2005; Rationality and Freedom, 2004; Inequality Reexamined 2004; Developmentas Freedom, 1999; Freedom, Rationality, and Social Choice: The Arrow Lectures and Other essays, 2000; Reason Before Identity, 1999; Choice of Techniques, 1960; On Economic Inequality, New York, Norton, 1973 (Expanded edition with a substantial annexe by James E. Foster and A. Sen, 1997); Poverty and Famines : An Essay on Entitlements and Deprivation, Oxford, Clarendon Press, 1982; Choice, Welfare and Measurement, Oxford, Basil Blackwell, 1982; On Ethics and Economics, Oxford, Basil Blackwell, 1987; Inequality Reexamined, Oxford, Oxford University Press, 1992 etc.

অমরনাথ চক্রবর্তী: কবি। জন্ম: ১২ জুন ১৯৩৬ সালে পিতার কর্মস্থল মিরাটে। ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে লন্ডনবাসী। পেশা: শিক্ষককতা। বর্তমানে অবসর জীবন-যাপন করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'মানবায়ন'(কাব্য: ১৯৯৭)।

অলি রহমান: বিলেতের আগমন ২০০৫ সালে । জন্ম মে ১৯৫৪ লালমাটিয়া, ঢাকায়। পৈতৃক নিবাস খুলনা জেলার মনিগঞ্জ উপজেলায়। তার প্রকাশিত গ্রন্থ- বিজনের মার খোলা চিঠি (গল্প), স্বপ্নের সাহসী মানুষেরা (উপন্যাস)।

আ.

আকবর হোসেন: লেখক ও সাংবাদিক। জন্ম অক্টোবর ১৯৬৭ সাল জগন্নাথপুর উপজেলার রানীগঞ্জে। ১৯৯৭ সাল থেকে লন্ডনে বসবাস করছেন ।

আকাশ ইসহাক: কবি, সম্পাদক। জন্ম: ১৯৮১ সালে সিলেট শহরের কাজিটুলায়। লন্ডন আসেন ২০০০ সালে। সম্পাদনা: তৃতীয় ধারা।

আতাউর রহমান খাঁন: রাজনীতিবিদ। জন্ম: ১৯৪২ সালে গোলাপগঞ্জ থানার চন্দনবাগ গ্রামে। পঞ্চাশের দশক থেকে বিলাতবাসী। দীর্ঘদিন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি

ছিলেন। লেখক না হলেও 'আমার জীবন ও রাজনীতি' (২০০৪) নামে তিনি তার আত্মজীবনী প্রকাশ করেছেন।

আতাউর রহমান মিলাদ: কবি ও কথাশিল্পী। লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা শব্দপাঠ-এর প্রধান সম্পাদক। জন্ম ১৯৬১-এর ১৬ অক্টোবার, মৌলবীবাজার শ্রীরাইনগরে। ১৯৮৭ সাল থেকে লন্ডনের বাসিন্দা। পেশা চাকুরি। প্রকাশিত গ্রন্থ: দুঃসময়ের চিৎকার (কাব্য-১৯৮৪); হৃদয়ের জানালা খুলে (কাব্য-১৯৯০); আর যদি একটা গুলি চলে (কাব্য-১৯৯৯), স্মৃতিহীন অচিন আধার, তোমার দেয়া দুঃখ (২০০৩); কবিতার চেক বই (কাব্য-২০০৫); স্মৃতিহীন অচীন আঁধার (কাব্য: ২০০৫); তৃতীয় বাংলার কবিতা (সম্পাদনা-২০০৫); স্বপ্ন ও ছায়া (যৌথ গল্প)। পুরস্কার: সংহতি সাহিত্য পুরস্কার ২০০৮।

আনিছুর রহমান আনিছ: কবি। জন্ম: সিলেট শহরের মুন্সিপাড়ায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: 'হৃদয়ের স্পর্শ থেকে'; 'আগুন ঝরা দিন' ও 'একটি নীল তুমি'।

আবুল হায়াত: কবি ও সাংবাদিক। জন্ম: ১৯৩০ সালের ১ এপ্রিল সিলেট সদর থানার তুরুকখলা গ্রামে। ১৯৫৯ সাল থেকে লন্ডনবাসী। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মাসিক আমাদের দেশ, মাসিক মুসলিম, সাপ্তাহিক মুক্তি, সাপ্তাহিক সংগ্রাম ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদনার সাথে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে মাসিক আল হিলাল-এর সম্পাদনার সাথে জড়িত এবং আবুল হায়াত জালালাবাদী নামেই পরিচিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতাগুচ্ছ (কাব্য-২০০২)।

আবু তাহের: ছড়াকার ও নাট্যকার। জন্ম: চন্দরপুর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট। পেশায় অ্যাকাউনট্যান্ট। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছড়া: মার শালাদের মার (১৯৯৫)। নাটক: তদবির (২০০৩), সংবর্ধনা (২০০৩), বিয়ের ঘন্টা (২০০৯), রাজরোগ রাজভোগ (২০০৯), তেলেসমাতি হুজুর (২০০৯), জ্বীন-ই-মুমিন (২০০৯), পদই বাবু (২০০৯)। e-mail:taher1205@yahoo.co.uk

আবু মকসুদ: ছাড়াকার। জন্ম: ১৯৭০-এর ১৬ জুন কলিমাবাদ, মৌলবীবাজারে। সাহিত্যের ছোট কাগজ শব্দপাঠ-এর সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: নটার ট্রেন ক' টায় ছাড়ে (২০০৪); মিথ্যাবাদী রাখাল ছেলে (২০০৫); একটি গুলি (২০০৬)। বিলেতের ছড়া (সম্পাদনা-২০০২), তৃতীয় বাংলার নির্বাচিত কবি ও কবিতা (সম্পাদনা-২০০৯)। ১৯৮৭

থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। e-mail:maksud@supanet.com

আবুল কালাম আজাদ ছুটন: গল্পকার। জন্ম ১৯৫৯-এর ১০ অক্টোবার নবীগঞ্জ উপজেলার দীঘলবাঁক গ্রামে। ১৯৮৩ সাল থেকে লন্ডনবাসী। লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সিলেটের ডাক-এর সম্পাদক ছিলেন। পেশায় ব্যবসায়ি। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'জন্মভূমি'; 'ছোটনের ছোট গল্প' ও 'একজন কিবরিয়া'(২০০৬)।

আব্দুর রশিদ: জন্ম: ১৯৬৫ সালে, বিয়ানীবাজারের নিদনপুরে। ১৯৮০ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: দ্যা থিওরী টেষ্ট (অনুবাদ), ড্রাইভিং শিক্ষা ও ড্রাইভিং টেষ্ট (অনুবাদ), লাইফ ইন দ্যা ইউকে (অনুবাদ)।

আবদুল গাফফার চৌধুরী: কবি, উপন্যাসিক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট। একুশের গান 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'র রচয়িতা। পিতা ওয়াহেদ রেজা চৌধুরী। জন্ম: ১৯৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বার বরিশালের উলানিয়া গ্রামে। শিক্ষা: স্নাতকোত্তর (বাংলা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭৪ সাল থেকে লন্ডনের বাসিন্দা। পেশায় সাংবাদিক-কলামিস্ট হলেও মূলতঃ সাহিত্যিক। লন্ডনে তিনি সাপ্তাহিক বাংলার ডাক, জাগরণ, নতুন দিন, নতুন দেশ ও পূর্বদেশ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'কৃষ্ণপক্ষ' (গল্প:১৯৫৯); 'সম্রাটের ছবি' (গল্প:১৯৫৯); 'সুন্দর হে সুন্দর'(গল্প: ১৯৬০); 'জীবন থেকে নেয়া'(১৯৯৩); 'কীর্তনখোলা ও অন্যান্য'(১৯৯৭); 'গল্পসমগ্র'(২০০২)। উপন্যাস: 'চন্দ্রদীপের উপাখ্যান (১৯৬০); 'নাম না জানা ভোর' (১৯৬২); 'নীল যমুনা' (১৯৬৪) ও 'শেষ রজনীর চাঁদ (১৯৬৭)। অন্যান্য: 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা (১৯৯৪), 'বন্দরের কাল হলো শেষ (১৯৯৭); 'বাংলাদেশ বামপন্থী রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা' (১৯৯৮); 'আমরা বাংলাদেশী না বাঙালি'; 'স্মৃতির বন্দরে ফিরে আসা'(১৯৯৭); 'বাংলাদেশ কথা কয়' (সম্পাদনা) ইত্যাদি। পুরস্কার: বাংলা অ্যাকাডেমি পুরস্কার (১৯৬৭); একুশের পদক; ইউনেস্কো পুরস্কার; বঙ্গবন্ধু পুরস্কার।

আব্দুল মতিন: লেখক ও সাংবাদিক। পিতা আব্দুস সোবহান। জন্ম: ১৯২৪ সালের ১৩ এপ্রিল নোয়াখালী শহরের নিকটবর্তী জামালপুর গ্রামে। শিক্ষা: স্নাতক (বিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৫)। ১৯৬০ সাল থেকে লন্ডনবাসী। ইনফরমেশন অফিসার (অবসরপ্রাপ্ত) কমিশন ফর রেসিয়াল ইকুয়ালিটি, লন্ডন। বর্তমানে লেখালেখির করেই অবসর জীবন-যাপন। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'ইউরোপের দেশে দেশে'(ভ্রমণকাহিনী:১৯৬০)।

'কাস্তে'(ছোট গল্প: ১৯৮৭)। 'প্রবাসীর দৃষ্টিতে বাংলাদেশ'(প্রবন্ধ: ১৯৯১)।
জীবনী: 'শেখ হাসিনা: একটি রাজনৈতিক আলেখ্য'(১৯৯২); 'ভলতেয়ার : একটি অনন্য জীবনকাহিনী'(২০০২)। রাজনীতি: 'জেনেভায় বঙ্গবন্ধু'(১৯৮৪); 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়'(১৯৯৩); 'স্মৃতিচারণ: পাঁচ অধ্যায়'(১৯৮৯); 'স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি'(১৯৮৯); 'রোমের উত্থান ও পতন'(১৯৯৫) 'মহানগরী লন্ডন'(১৯৯৬); 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: মুক্তিযুদ্ধের পরে'(১৯৯৯), 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষবৃক্ষ'(২০০১)। 'খালেদা জিয়ার শাসনকাল: একটি পর্যালোচনা' (১৯৯৭); 'শামসুদ্দিন আবুল কালাম ও তাঁর পত্রাবলী'; 'কামাল আতাতূর্ক: আধুনিক তুরস্কের জনক (২০০৩); 'ক্লিউপেট্রা'; 'ইউরোপের কথা ও কাহিনী'(২০০৫); 'মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি: যুক্তরাজ্য'(২০০৫) ইত্যাদি। অনুবাদ: 'উইলা ক্যাথারের উপন্যাস O'Pioneers!(ধূসর পৃথিবী:২০০৬); গালিভার্স ট্রাভেলস-এর প্রথম খন্ড (ক্ষুদে মানুষের দেশে); দ্বিতীয় খন্ড (দৈত্যদের দেশে) এবং সারভান্টিসের 'ডন কুইক্সোট'।

আব্দুল আজিজ: লেখক ও গীতিকার। জন্ম: ১৯৩৬ সিলেট জেলার বিয়ানী বাজার উপজেলার দেবারাই গ্রামে। ষাটের দশক থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: শকুন সময় (গীতিকাব্য)। মুক্তিযুদ্ধকালিন সময়ে প্রবাসে যুদ্ধ তহবিল সংগ্রহের জন্য সর্বপ্রথম বিলাতে তার লেখা গানের তিনটি লং প্লে বের হয়।

আব্দুল আজিজ তকি: কবি ও গল্পকার। ১৯৫৭ সালের ১ জানুয়ারি গোলাপগঞ্জ থানার ছত্রিশ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালে লন্ডনে আসেন। পেশায় কাউন্সিলর। প্রকাশিত গ্রন্থ: উল্টা বুঝলিরে রাম (১৯৯১) এবং আমিও কি মানুষ (১৯৯১)।

আব্দুস সাত্তার, ডাক্তার: লেখক। জন্ম: ১৯৩৭ সালে পশ্চিমবংগের মুর্শিদাবাদে। প্রকাশিত গ্রন্থ: দেশে দেশে।

আব্দুল মোমেন: কবি। জন্ম: ১৯৩৮ সালে কলকাতায়। পেশায় শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ফুলকী; অভিযাত্রিক (কাব্য) ও গ্রামের ছবি (ছড়া)।

আব্দুল বারী, ডক্টর: শিক্ষাবিদ, লেখক ও মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেন এর সেক্রেটারী জেনারেল। জন্ম ১৯৫৩ সালে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানায়। আশির দশক থেকে

লন্ডনে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : মুসলিম পরিবার গঠন (ইংরেজী), ইসলামের আলোকে প্যারেটিং (প্রবন্ধ), এক ঝাক স্বপ্ন (কবিতা)।

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ: ছড়াকার ও লেখক। জন্ম নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাইয়েন কুতুব, জীবন ও কর্ম, মানুষের শেষ ঠিকানা, ইসলামে হজ্জ ও ওমরা, সমাজ সংগঠনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, ছড়া পড়ি জীবন গড়ি (ছড়া), জাওয়াদ মনির বর্নমালা।

আব্দুর রউফ চৌধুরী: জন্ম: ১৯২৯-এর ১ মার্চ, হবিগঞ্জ জেলার নবিগঞ্জ থারার মুকিমপুর গ্রামে। ১৯৬২ সালে বিলাতে আসেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'নাম মোঝা যায় না'; 'ধর্মের নির্যাস'; 'নতুন দিগন্ত'; 'সাম্পানক্রস';'গল্প সম্ভাব'; 'প্রবন্ধ গুচ্ছ' ইত্যাদি।

আব্দুল কাইয়ূম, শায়েখ : ইসলামীক চিন্তাবিদ ও লেখক। ইমাম ইস্ট লন্ডন মসজিদ। জন্ম নোয়াখালী জেলায়। আশির দশক থেকে বিলেতে বসবাস করছেন । প্রকাশিত গ্রন্থ : জুমআর খুৎবা (প্রবন্ধ)।

আব্দুল কাইয়ুম: সাংবাদিক ও কবি। জন্ম ১৯৭৩-এর ১১ নভেম্বার বিশ্বনাথ থানার পুরান গাঁও। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিশুদ্ধ ছোঁয়া (কাব্য: ২০০২)। এবং যৌথভাবে: দিগন্তে আজ বৃষ্টি ভরা (কাব্য: ১৯৯৮) ও দশ আকাশে একশ তাঁরা (কাব্য: ১৯৯৯)। e-mail: a.quaium@yahoo.com.

আব্দুল মুকিত মুখতার: কবি, গল্পকার ও সাংবাদিক। দীর্ঘদিন লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ইসলামিক সমাচার ও হিজরত পত্রিকার মালিক-সম্পাদক ছিলেন। জন্ম ১৯৫৭ সালের ৮মার্চ জগন্নাথপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামে। ১৯৭৯ সাল থেকে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। বর্তমান পেশা ব্যবসা। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'যখন প্রবাসে আমি' (১৯৮৪), 'শুয়ে থাকবো এই মাঠে' (১৯৮৮)। গান- 'একটি মেয়ের গান' (১৯৯৫), গবেষণা- 'আমি কেনো মুসলমান' (২০০৫)। ১৯৮৬ সালে রেডিও বাংলাদেশ এর গীতিকার হিসেবে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন। e-mail: abdulmukith@gmail.com

আনোয়ারা জাহান: ১৯৬০-এর দশকে লন্ডনে আসেন। লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে এমএড

ডিগ্রী নিয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতার পাশাপাশি কমিশান ফর রেসিয়াল ইকুয়ালিটি, নারী সমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। তিনি বাঙালিদের মধ্যে প্রথম মহিলা জেপি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ কালে নারী সমিতির অন্যতম সংগঠন ও নেত্রী হিসেবে যুদ্ধের পক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'ফল্গুধারা' (উপন্যাস); হারিয়ে গেছে ময়না' (গল্প); 'অদ্ভুদ এক ভুতের গল্প'(গল্প) ইত্যাদি।

আনোয়ার শাহজাহান: ছড়াকার ও লেখক। জন্ম ১৯৭৪ সালের ১৭ জুন গোলাপগঞ্জ থানার রায়গড় গ্রামে। ১৯৯৪ সাল থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। পেশায় ব্যবসায়ি। প্রকাশিত গ্রন্থ: ক'জন কৃতি সন্তান (১৯৯৪), বিলাতের দিনগুলি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৯৫) এবং গোলাপগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৯৯৭)।

আনোয়ারুল ইসলাম অভি: কবি ও লেখক। জন্ম: ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ জলডুব, বিয়ানীবাজার সিলেট। ২০০২ সাল থেকে লন্ডনের বাসিন্দা। পেশায় সোস্যাল ওয়ার্কার। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভ্যালেন্টাইন (ছড়া: ২০০০), জলডুপ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য (২০০১) । e-mail:Oviislam21@yahoo.com.

আফিয়া সিকদার হ্যাপী: কবি ও লেখক । জন্ম: সিলেটে জেলার বালাগঞ্জ থানায়। ২০০৫ সাল থেকে লন্ডন বসবাস করছেন । প্রকাশিত গ্রন্থ: বিরুদ্ধ স্রোতে বিশ্বাসের বৈঠা (প্রবন্ধ)।

আমান উল্লাহ অশ্রু, ডক্টর: কবি। জন্ম: ১৯৪১-এর ৬ ফেব্রুয়ারি, মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার নয়ানগর গ্রামে। আশির দশক থেকে লন্ডনে বসবাস করছেন। পেশায় ছিলেন ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্স। বর্তমানে লেখালেখি নিয়েই সময় কাটে। গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। উল্লেখযোগ্য হলো: সাগর অপ্সরা পানসি, ইশ্বর কেটে কেটে আমি, পরিচয়, দুই নগরী, দুর্ভিক্ষের শেষ রাত, দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমি ইত্যাদি।

আমান উদ্দিন: লেখক, প্রাবন্ধিক। জন্ম ১৯৬৩ সালে ১জুন গোলাপগঞ্জ থানার ঢাকাদক্ষিণে। ১৯৯৫ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন। পেশা চাকুরি। প্রকাশিত গ্রন্থ: দিলওয়ার : কাব্যকর্ম ও মানবদর্শন (১৯৯৩), বিশ্বমনীষীর দৃষ্টিতে হযরত মোহাম্মদ (দ.) (১৯৯৩) এবং হাছর রাজার উচ্চানুভূতি, প্রেম ও বৈরাগ্য ভাবনা (১৯৯৮)।

আমিনুল হক বাদশা: সাংবাদিক-কলামিস্ট। জন্ম: ১৯৪২ সালের ২৮ জানুয়ারি কুষ্টিয়া শহরের কোট পাড়ায়। কুষ্টিয়া কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। কুষ্টিয়া কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৯৫৭ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকার কুষ্টিয়া সংবাদদাতা হিসেবে সাংবাদিকতায় আগমন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে মুজিবনগর-এ গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক সেক্রোটরিয়েটে (অবস্থান: বাংলাদেশ মিশন) তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার বিভাগের ওএসডি ছিলেন। ১৯৭৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বার বাংলাদেশ সংবাদসংস্থার লন্ডন প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডনে আসেন এবং ১৯৭৫-এর ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত এই সংস্থার ইউরোপীয় বার্তা পরিবেশকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ সালের ৩ এপ্রিল থেকে ১৯৭৫-এর ১০ অগাস্ট পর্যন্ত লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক প্রবাসীর সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'এই হৃদয়ে'; 'বাদশাহী দরবার'; 'অঙ্কুরিত একুশ', হৃদয়ে বিষাদ সিন্দু (সখিনা প্রকাশনী), বাদশাহী দরবার, আল্লার ঘর বান্দার ঘর, মহিয়সী ফজিলাতুন নেসা (অঙ্কুর প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০০৯) ফ্রম প্রিজন টু পাওয়ার (অঙ্কুর প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০০৯) সংগৃহীত নিবন্ধ সামগ্রী (জ্যোৎস্না প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০০৯) ইত্যাদি।

আমির উদ্দিন আহমদ, ক্বারি: বাউল কবি। জন্ম: আলমপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ। বিংশ শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে লন্ডনে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'গোলজারে মারেফাত' (প্রথম খন্ড: ১৯৮১ এবং দ্বিতীয় খন্ড ১৯৯৬); 'আমিরী সঙ্গীত' (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড: (১৯৯৮)।

আমীর আলী: ভাষা সৈনিক, সাংবাদিক ও গবেষক। ১৯৩৬ সালের ২৬ মে ময়মনসিং জেলা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস যশোর জেলার সারসা থানার অন্তর্গত কাঠুরিয়া গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে ১৯৬৪-এর ২৭ মার্চ লন্ডনে উচ্চশিক্ষার্থে আসেন। দেশে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য কারাবরণ করেন। বিলাতে আসার পর ১৯৬৪ সালে লন্ডনের ঐতিহাসিক ইস্ট পাকিস্তান হাউস প্রতিষ্ঠাসহ এই সংগঠনের মুখপত্র মাসিক পূর্ব বাংলা ও এশিয়ান টাইড পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকালীন বর্হিবিশ্বে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ঘনিষ্ট সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। তখন স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ টু-ডে ও সাপ্তাহিক জয়বাংলা পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা

লাভের পর তিনি 'ফ্রন্ট বাংলাদেশ' এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য থেকে একযোগে প্রকাশিত প্রগতিশীল মাসিক ম্যাগাজিন সমাজ চেতনা'র নির্বাহী সম্পাদক এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকার লন্ডন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে অবসর জীবন-যাপন করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস : সত্যাগ্রহীর বক্তব্য' (২০০৯); 'স্মৃতি অনিবার: আমার দেশ আমার সময়' (২০০৯)।

আল্লামা মোজাহিদ উদ্দিন চৌধুরী দুবাগী: লেখক। জন্ম: বিয়ানীবাজার, দুবাগ। তিন দশক ধরে বৃটেনবাসী। তার প্রকাশিত গ্রন্থ: মানাছুল মুফতী (উর্দু), ছন্নত ও নফল নামাজের জরুরী মাছাইল, এতীম প্রসঙ্গে, মীলাদে বেনযীর, আলমাছাইল্লন্নাদিরাহ, পুন্যের দিশারী, ফাতেহা ও কবর যিয়ারতের মাছাইল, কদমবুছির তথ্য, ফতাওয়ায়ে মুজাহিদিয়াহ, দোয়ার মাহাত্য উল্লেখযোগ্য।

আলিফ উদ্দিন: কবি, লেখক ও সাংবাদিক। জন্ম ১৯৬৫ সালে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জে। তার প্রকাশিত গ্রন্থ- হৃদয় ছুঁয়েছে ডায়রি (কাব্য). প্রথম ভালোবাসার প্রথম উপহার (উপন্যাস), মনে মণিকোটায় মক্কা-কুয়েত (ভ্রমণ), প্রথম ভালবাসার প্রথম উপহার, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো, ধর্মের পথে শহীদ যাঁরা, একটি বিপ্লব চাই, বৃটিশ সিটিজেন উল্লেখযোগ্য।

আশরাফ আহমুদ নেসওয়ার: লেখক, গীতিকার ও নাট্যকার। জন্ম; ১৯৫৬ সালে সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলায়। যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন ১৯৭৫ সাল থেকে। প্রকাশিত গ্রন্থ: আমার ভাবনা কুসুম (গীতি কাব্য), নদির নাম গীতালি (গীতি কাব্য) তাছাড়াও তাঁর লেখা গানের একটি এলবাম প্রবাসী মন। আশরাফ মাহমুদ নেসওয়ারের রচিত বিলেতের জীবন চিত্র নিয়ে অসংখ্য নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে এবং টেলিচিত্র ও তৈরী হয়েছে সেগুলো মধ্যে 'রায়গড়ি রায়বার', লোনা জলের সাতার, রক্ত করবী, রক্তাক্ত বিমানবন্দর উল্লেখযোগ্য।

আহমদ ময়েজ: কবি, ছড়াকার ও সাংবাদিক। জন্ম ১৯৬৮ সালের ১ জুলাই, সৈয়দপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ। ১৯৯৭ সালে লন্ডনে আসেন। পেশা সাংবাদিকতা। প্রকাশিত গ্রন্থ- ছড়া: এক মুঠো রোদ্দুর (১৯৯২), কেউ কারো না মানা (১৯৯৭)। সাহিত্য-পত্রিকা ভূমিজ-এর সম্পাদক। e-mail: amoyez@yahoo.co.uk

আহমদ হোসেন হেলাল: কবি। জন্ম ১৯৬৩ সালের ১১ জুলাই গোলাপগঞ্জ থানার চন্দনভাগ গ্রামে। পৈত্রিক নিবাস জকিগঞ্জ উপজেলায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: বিশ্বমানবতার কাব্য (২০০২); পৃথিবীর শান্তি (২০০৪) ও পিস ফর ম্যানকাইন্ড (২০০৪)।

আহসানুর রহমান: গীতিকবি। জন্ম: সুনামগঞ্জ জেলার, জগন্নাথপুর থানার রৌয়াইল গ্রামে। উনিশ ষাটের দশক থেকে লন্ডনবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'ভাবের তরঙ্গ'(১৯৯৩)।

আয়শা চৌধুরী: কবি। জন্ম: ১৯৭৩ সালে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলা। লেখালেখির পাশাপাশি আবৃত্তি চর্চ্চায় জড়িত। বর্তমানে নিউহাম বারার কাউন্সিলর।

ই.

ইউসুফ চৌধুরী: শিকড় সন্ধানী লেখক, গবেষক। জন্ম: ১৯২৮ সালের ১৯ নভেম্বার সিলেট শহরতলীর লতিপুর গ্রামে। ১৯৫৯ সাল থেকে বিলাতবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: দ্য রুটস এন্ড টেইলস অব দ্য বাংলাদেশী সেটেলার্স; সন্স অব দ্য এম্পায়ার; সাব কন্টিন্যান্টাল কেইটারিং ইন ব্রিটেন; সারভাইবার্স; সন্ধানী চোখে, একামরে বিলেত প্রবাসী ইত্যাদি অনেকগুলো গ্রন্থের লেখক।

ইকবাল হোসেন বুলবুল: কবি। জন্ম: ১৯৭২ সালের ২৫ ডিসেম্বার সিলেট বিয়ানী বাজারের মাথিউরায়। লন্ডনে আসেন ১৯৮৯ সালে। পেশা ব্যবসা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: তোমার সীমানার বাইরে নরক (২০০৭); সুখহীন এই সুখের সাথে (২০০৭); বাতিহীন তিমির নিশি (২০০৭)। e-mail: bulbul72@live.co.uk

ইসহাক কাজল: সাংবাদিক, লেখক ও রাজনীতিবিদ। ১৯৪৮-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি মৌলবীবাজার জেলার, কমলগঞ্জ থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মউষার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০০ সাল থেকে লন্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা। ওয়াকার্স পার্টি যুক্তরাজ্য শাখার সম্পাদক। পেশা সাংবাদিকতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'সুরমা উপত্যকার চা-শ্রমিক আন্দোলন অতীত ও বর্তমান' (২০০৭); 'বাঙালি ও বাংলাদেশ'(২০০৯)।

উ

উদয় শংকর দুর্জয়: জন্ম ১৯৮১। লেখক, কবির দেশের বাড়ি যশোর জেলায়। সম্পাদনা: স্পন্দন (সাহিত্যের কাগজ)।

উর্মী রহমান: লেখক, সাংবাদিক ও কলামিষ্ট। জন্ম খুলনায়। শৈশবের অনেকটা কেটেছে সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্রগ্রামে ফরেস্ট অফিসার বাবা ও মায়ের সাথে। ১৯৭৪ সালে দৈনিক সংবাদে চাকুরীর মাধ্যমে সাংবাদিকতার শুরু। পরবর্তিতে ১৯৮৫ সালে বিবিসি ওর্য়াল্ড সার্ভিসে চাকুরীর মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে বসবাস শুরু করেন। পাশাপাশি কলামিষ্ট হিসাবে বিভিন্ন কাগজে লেখালেখি ছাড়াও দৈনিক জনকণ্ঠের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। উর্মি রহমানের প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, গলপ, ছাড়াও কিছু অনুবাদগ্রন্থ। প্রকাশিত গন্থে: অতিথি, অন্যজীবন, আমাদের সময়, সমান্তরাল, নারীমুক্তির প্রশ্নে, পাশ্চাত্যে নারী আন্দোল, এদেশে সেদেশে, ব্রিকলেন (বাঙালিটোলার নাম উল্লেখযোগ্য) এবং সম্প্রতি বিলেতের খ্যাতনামা প্রকাশক ফ্রান্সেস লিংকন 'বি ইজ ফর বাংলাদেশ' নামে তাঁর একটি শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। e-mail:urmirahman@aol.com

এ:

এ কে আহসান উল্ল্যাহ্: লেখক, সাংবাদিক। জন্ম: ১৯৩৩, ফেনি জেলায়। দীর্ঘদিন থেকে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেষ্টারে বসবাস করছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ- হরেক রকম বা (গদ্য); ঐতিহাসিক শৈর্ষদী।

এস এম তাজুল ইসলাম: কবি ও লেখক। জন্ম: ১৯৪০ সালের ২৫ জানুয়ারী বরিশালের চাখার গ্রামে জন্ম। ১৯৮৬ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ৫টি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- হি লাভড হিজ ওয়াইফ (ইংরেজি গল্পগ্রন্থ- ১৯৫৫)।

এহসান কলিন্স: কবি। জন্ম: ১৯৭৭ সালে, রাজাপুর, রাজবাড়ী। বিলাতে আসেন ২০০৬ সালে। তার প্রকাশিত গ্রন্থ- কষ্টে আছি (কাব্য)।

ও:

ওয়ালী মাহমুদ: কবি। জন্ম: ১৯৭২ সালে বিয়ানীবাজার থানার পাতন গ্রামে। ২০০২ সাল থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভালবাসার পোয়াতি (১৯৯৯), আমি এক উত্তর পুরুষ ২০০২, নির্বাসনে নির্বাচিত দ্রোহ ২০০৪, যৈবতি শোন (১৯৯৯), একটি দীর্ঘশ্বাসের মৃত্যু ২০০১। e-mail: walimahmud@yahoo.co.uk

ক:

কমল ঘটক: জন্ম ১৯৩৮ সালে গোবিন্দপুর, পাবনায়। লেখক, কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ শব্দকল্পদ্রুম। তিনি কার্ডিফ শহরে বসবাস করছেন।

কাজল রশীদ: কবি। জন্ম ১৯৬৭ সালে মৌলবীবাজার জেলার উমরমুলাইম গ্রামে। পেশায় ব্যবসায়ি। ১৯৮৭ সাল থেকে লন্ডনের বাসিন্দা। সাতিহ্য পত্রিকা শব্দপাঠ-এর প্রকাশক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বুকের ভিতর উড়ছে ধুলো (কবিতা ২০০৬) ও বাংলাদেশের আকাশ (সম্পাদনা), কাব্য স্নান (সম্পাদনা), ভাষান্তরে বাংলা ভাষার কতিপয় পংক্তি (কাব্য)।
e-mail: kazalrashid@hotmail.com

কাদের মাহমুদ: কবি, উপন্যাসিক ও সাংবাদিক। জন্ম: ১৯৪৩ সালের ১ মার্চ কিশোরগঞ্জ জেলার নেত্রকোনা ধানাধীন মহিনন্দ গ্রামে। পৈত্রিক নিবাস একই থানার কুমড়ি গ্রামে। ১৯৬৩ সালে সাংবাদিকতার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা। পরবর্তীকালে রেডিও পাকিস্তানে সহকারী বার্তা-প্রযোজক হিসেবেও দীর্ঘদিন কাজ করেন। ১৯৭৩-এর ১২ ডিসে'ার বিবিসি বাংলা বিভাগের সহকারী প্রযোজক হিসেবে যুক্তরাজ্যে আসেন। সেই থেকে লন্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা। পরবর্তীকালে সাপ্তাহিক জনমত ও টাওয়ার হ্যামলেটস ল'সেন্টারে দীর্ঘদিন কাজ করেন। বর্তমানে লেখালেখি করেই অবসর জীবন-যাপন। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'উপন্যাস: 'অহিনকুল'; 'উড়নচন্ড্রী শহরে ফানুস'; 'কমল রাক্ষসের উপাখ্যান' ও 'কচ্ছপ'। কাব্য: 'এক ধরণের শোক' এবং 'কালের মোড়' (২০০৫), নৌযাত্রা (২০০৯)।
e-mail:quader.mahmud@btinternet.com

কুদরত-উল-ইসলাম: উপন্যাসিক। জন্ম: ১৯৩৯ সালের ৯ নভেম্বার ঢাকায়। ১৯৬৩ সালে লন্ডনে আসেন। পেশায় চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: ব্রেইন ফেন্টাসি, সিআইএ স্পাই ও ইলোরা উল্লেখযোগ্য।

কেতকী কুশারী ডাইসন: কবি, লেখক, সাংবাদিক। জন্ম: কলকাতায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : বল্কল (কবিতা, ১৯৭৭); সাপ উড (কবিতা-ইংরেজি, ১৯৭৮); সবীজ পথিবী (কবিতা, ১৯৮০); জলের করিডর ধরে (কবিতা, ১৯৮১); নারী নগরী (১৯৮১); নোটন নোটন পায়রাগুলি (উপন্যাস ১৯৮১-৮২); রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া উপন্যাস); ভানার ভাস্কর্য (প্রবনন্ধ, ১৯৯০); কথা বলতে দাও (কবিতা, ১৯৯২); বহুররূপী (নাটক, ২০০২); এই পৃথিবীর তিন কাহিনী (প্রবনন্ধ, ২০০৬) উল্লেখযোগ্য।

খ:

খসরু নোমান: লেখক ও সাংবাদিক। জন্ম ১০ সেপ্টেম্বার ১৯৪৫, জয়পুর হাট । পেশায় একজন চিত্রপরিচালক হলেও ছাত্রজীবন থেকে লেখালেখির সাথে জড়িত রয়েছেন। তিনি বিলেতের সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা লগ্নে পত্রিকাটির গুরুত্ব দায়ীত্ব পালন ছাড়াও সাপ্তাহিক সুরমা, নতুনদিন, জনমত, সহ বিভিন্ন কাগজে নিয়মিত কলাম লিখছেন। ১৯৯০ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন এবং বিলেতের টেলিভিশন চ্যানেল 'বাংলা টিভি' ও 'চ্যানেল এস' এ প্রোগ্রাম প্রডিসর ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন।

খাতুনে জান্নাত: কবি। জন্ম: জুলাই ১৯৬৯, লক্ষীপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: দিনান্তে দেখা হলে (কাব্য: ফেব্রুয়ারি ২০০৯)। e-mail:khatunejannat@rocketmail.com

খাদিজা শাহজাহান: কবি। জন্ম: ১৯৫৫-এর ১৮ সেপ্টেম্বার পটুয়াখালী জেলার মীর্জাগঞ্জ উপজেলার কাঠাঁলতলী গ্রামে। ১৯৭৫ সাল থেকে বিলাতবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'প্রতিচ্ছবি'(কাব্য: ১৯৯৫);'অনুভবে আমি' (কাব্য: ১৯৯৯);'ইউরোপে বাংলার মেয়ে'(ভ্রমণকাহিনী-১৯৯৫); 'এ যুগের কথামালা'(প্রবন্ধ:১৯৯৯)।

গ:

গাজীউল হাসান খান: সাংবাদিক ও লেখক। জন্ম: ১৯৪৬-এর ২৮ সেপ্টেম্বার কুমিল্লা শহরে। ১৯৭৬ সাল থেকে লন্ডনে বসবাস করছেন। লন্ডন থেকে প্রকাশিত দেশবার্তা পত্রিকার মালিক-সম্পাদক ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিপন্ন জনপদ।

গিয়াস উদ্দিন আহমদ: কবি ও সাংবাদিক। জন্ম ১৯৫৯-এর ৪ এপ্রিল বালাগঞ্জ উপজেলার কালাসারা গ্রামে। নব্বইয়ের দশক থেকে লন্ডনে বসবাস করছেন। পেশায় হোমিও চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ: এখানে জীবন (কাব্য), মহাকবি শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর জীবন ও কাব্য (১৯৯৪); বালাগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৯৯৮); উদাসীন পথ ভ্রান্ত ইত্যাদি।

গোলাম কবির: কবি ও ছড়াকার। জন্ম মৌলবীবাজার জেলার কুলাউড়া থানায়। পেশায় সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: হে সময় হে বন্য শত্রুরা, অদৃশ্য বাস্তব নয় অথচ আকাশ, ভিনদেশী রাক্ষস। প্রবন্ধ: মার্চ থেকে ডিসেম্বার।
e-mail:gkabiruk@yahoo.co.uk

গোলাম মুরশিদ: শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক। জন্ম: ৮এপ্রিল ১৯৪০ সালে, বরিশাল। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'আশার ছলনে ভুলি'(১৯৯৫); 'কালান্তরে বাংলা গদ্য'(১৯৯২); 'রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া'(১৯৯৩); 'সংকোচের বিহবলতা'(১৯৮৫); 'সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক'(১৯৮৫); Reluctant Debutante: Response of Bengali Women to Modernization (1983) The Heart of a Rebel Poet (2004); 'রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ব বঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা' (১৯৮১); 'স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি'(১৯৭১); 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদি পর্ব' (১৯৯৮); 'রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা' (১৯৮১); 'বিদ্যাসাগর' (সম্পাদনা:১৯৭০); 'বৈষ্ণব পদাবলী প্রবেশক'(১৯৬৮); 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' (২০০৬); 'কালাপানির হাতছানি: বিলেতে বাঙালির ইতিহাস' (২০০৮)।

গোলশান আরা রুবী: কবি। জন্ম ১৯৬৮ সালে হবিগঞ্জে। বিলাতে বসবাস করছেন ১৯৮৮ সাল থেকে। তার প্রকাশিত গ্রন্থ: আমার মনের কথা (কাব্য-২০০৯)

চ.

চয়ন খায়রুল চৌধুরী হাবিব: কবি, লেখক ও অনুবাদক। জন্ম: ১৯৬৫ সালে ঢাকায়। বিলেতে ১৯৯৩ বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: রক্তবীজ (অনুবাদ) জুলেখা সিরাপ (কাব্য-২০০৭), রেঙ্গুন সনেট গুচ্ছ (কাব্য-২০০৯), কবিতা বুকলেট (১৯৯৫): চাকমা চিত্র, মৌল রুমান, বিজন সংকেত, গরম কাদার ক্যান্টো উল্লেখযোগ্য।

জ:

জয়নাল আবেদীন: লেখক, সাংবাদিক। জন্ম: ১৯৮১ সালে সুনাগঞ্জ জেলার ছাতকে। তার উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা: চেতনা (ছোট গল্প- ২০০৫), পারম্ভিক, আলোর পরশ। লন্ডন আসেন ২০০৪সালে। বর্তমানে বিলাতের বার্মিংহাম।

জিল্লুল হক: কবি ও কথাশিল্পি। জন্ম ১ জুন ১৯৮০ সালে, সিলেট জেলার বিয়ানী বাজারের মাটিজুরা গ্রামে। যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন ২০০৪ সাল থেকে। প্রকাশিত গ্রন্থ: দহন (উপন্যাস)।

জুনেদ শাহ: কবি ও অনুবাদক। জন্ম সিলেট শহরের শিবগঞ্জ। ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যয়নকারী জুনেদ কবিতার পাশাপাশি অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছেন।

ট:

টমি মিয়া: বাংলাদেশী কারি বিশেষজ্ঞ-লেখক ও ব্যবসায়ি। জন্ম: ১৯৫৯ সালে মৌলবীবাজার জেলার বাড়ন্তি গ্রামে। ১৯৬৯ সালে বিলাতে আসেন। ১৯৯১ সাল থেকে 'ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান শেফ অব দ্য ইয়ার'-এর আয়োজক। ১৯৯৩ সাল থেকে এডিনবরাতে 'বাংলাদেশী ফেস্টিভাল অব ফুড এন্ড কালচার এর আয়োজন করে আসছেন। কুকিং-এর উপর তার লিখিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে: 'The Best of Bangladesh'(১৯৮৭); 'The Secrets of the Indian Master Chefe'(1993); 'A True Taste of Asia'(1996); ইত্যাদি।

ত.

তপন রায় চৌধুরী: শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, লেখক ও গবেষক। জন্ম: ১৯২৬ সালে কমিল্লা শহরে। পৈত্রিক নিবাস বরিশালের কীর্তিপাশা। ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী স্কুল অব ইকোনমিক্স; ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড, আমেরিকার হার্ভার্ড, পেনসিলভেনিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অধ্যাপনা করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাংলা: 'রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা'(১৯৯২); 'বাঙালনামা'(২০০৭) ইত্যাদি। ইংরেজী: Perceptions, Emotions, Sensibilities: Essays on India's Colonial and Post-colonial Experiences (New Delhi: Oxford University Press, 2005); The Cambridge Economic History of India, Vol. I, (Hyderabad: Orient Longman, 2004), (jointly edited with Irfan Habib); Europe Reconsidered: Perception of the West in Nineteenth Century Bengal, (New Delhi: Oxford University Press, 1988); Bengal Under Akbar & Jahangir: An Introductory Study in Social History, (1969); Jan Company in Coromandel, (Martinus Nijhoff, 1962).

তাবাসসুম ফেরদৌস: কবি। জন্ম: সেপ্টেম্বার ১৯৭৫ সালে, কাজলাপাড়া, দেওয়ানগঞ্জ বাজার, জাপালপুরে। পেশা শিক্ষকতা। লন্ডনে আসেন ২০০০ সালে। প্রকাশিত গ্রন্থ: যে আগুনে হৃদয় পুড়ে (১৯৯৪)। e-mail: tabassumferdous@hotmail.com

তাবেদার রসুল বকুল: কবি ও গবেষক। জন্ম ১৯৬৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বার সিলেট শহরে। পৈত্রিক নিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার গুনিয়াক গ্রামে। ১৯৮৯ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: সুফিসাধক

গেছুদরাজ (র.) (জীবনী-১৯৮৮); অমলিন স্মৃতি (১৯৯১); সুনয়নার কথা (কব্য-১৯৯১); ইদানিং তোমাকে (কাব্য-১৯৯১); আমি এবং সে (যৌথ গল্প-১৯৯৪), প্রজন্মের অহংকার; সিলেটের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব; অন্যরকম তুমি (কবিতা-১৯৯৬); ব্যারিষ্টার আব্দুল রসুল: জীবন ও কর্ম (গবেষণা-২০০৩); ব্রিটেনের কবি ও কবিতা (সম্পাদনা-১৯৯৯) এবং যৌথভাবে: হৃদয় ছুঁয়ে যাক ভালবাসায় (কাব্য-১৯৯৬)।
e-mail:bakulbd@hotmail.co.uk

তাহমিনা আনাম: উপন্যাসিক। জন্ম: ১৯৭৫ সালে ঢাকায়। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে সোস্যাল অ্যান্তপলজিতে (সামাজিক নৃতম্ব বিজ্ঞানে) পিএইচডি। বর্তমানে লন্ডনের হ্যাম্পসটেড এলাকায় বসবাস করেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থ: এ গোল্ডেন এইজ (উপন্যাস-২০০৭, কমনওয়েলথ সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত), সোনাঝরা দিন যার বাংলা অনুবাদ।

তাসাদ্দুক আহমদ: সাংবাদিক, কলামিস্ট ও রাজনীতিবিদ। জন্ম: ১৯২৩ সালের ২ এপ্রিল গোলাপগঞ্জ থানার, ভাদেশ্বর ইউনিয়নের পূর্বভাগ গ্রামে। ১৯৫৩ সালে লন্ডনে আসেন। লন্ডন থেকে প্রকাশিত দেশের ডাক, ইন্টার্ণ নিউজ, বাংলাদেশ নিউজ লেটার, বাংলার কথা, দ্য এশিয়ান ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। ২০০১ সালের ৮ অক্টোবার ইন্তেকাল করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: জীবন খাতার কুড়ানো পাতা (২০০২)।

দ.

দিলু নাসের: ছড়াকার ও গীতিকবি। জন্ম: ১৯৬৪-এর ৬ জানুয়ারি, সৈয়দপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ। ১৯৮৬ সালে লন্ডনে আসেন। পেশায় চাকুরীজীবী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিষকামড় (ছড়া: ১৯৯৫); বিশ্বগ্রাম (ছড়া: ২০০৫); মুজিব নামের অর্থ (২০০৮); সহী রাজাকার নামা (ছড়া: ২০০৯)। e-mail:dilunaser@london.com.

দীনুজ্জামান চৌধুরী: কবি। জন্ম: যুক্তরাজ্যে ১৯৭৫ সালের ২৩ জুন। পেশা ব্যবসা। প্রকাশিত গ্রন্থ: একাকিত্বের বেদনা (১৯৯৬), তোর প্রেম দেখে বিবমিষা হয়, নির্ভিক-৩১০০, নির্ভিক দীনুজ্জামান বলছে (২০০০)।

দেলওয়ার হোসেন মঞ্জু: কবি। জন্ম: ১৯৭০ সালে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায়। ১৯৯৩ সাল থেকে বিলাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইস্পাতের গোলাপ

(কাব্য), ঈসা পাখি বেদনা ফুটে মরিয়ম বনে (কাব্য), মৌলিক ময়ূর (কাব্য), সাপ ও সূর্যমুখী (কাব্য) জ্যোৎস্নার বেড়াল (উপন্যাস) এবং সম্পাদনা: ধীশ্বর।

ন.

নজরুল ইসলাম নাজ: কবি ও অনুবাদক। জন্ম: ২৫ মার্চ ১৯৫৯ সালে গোলাপগঞ্জ থানার ১৯৭৩ সাল থেকে যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা। সম্পাদনা: অলঙ্কার।

নজরুল ইসলাম বাসন: সাংবাদিক-কলামিস্ট। জন্ম ১৯৫৯ সালের ৩১ ডিসেম্বার সিলেট শহরের ছড়ার পারে। পৈত্রিক নিবাস বালাগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত নিজ করণসী গ্রামে। ১৯৮৫ সাল থেকে লন্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা। পেশায় সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাংলা টাউন, মাই ডিয়ার এরশাদ মামু, দুই দেশ দুই প্রধানমন্ত্রী। e-mail:bashon_n@hot-mail.com

নবাব উদ্দিন: সাংবাদিক ও নাট্যকার। জন্ম: ১৯৬৩-এর ২৪ অক্টোবার মৌলবীবাজার জেলার শাহবন্দর, মুন্সিবাড়ি গ্রামে। ১৯৭৮ সাল থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। লন্ডনের প্রাচীন বাংলা সাপ্তাহিক জনমত-এর সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ-নিবন্ধ: 'বাস্তব' (২০০৪); 'নেগেটিভ পজেটিভ'; 'আলাপচারিতা'(২০০৪)। নাটক: 'মরিচিকা'; 'অনল'; 'তারপর'; 'সায়রা'(জুন: ২০০৪)।

নাজির আহমদ: লেখক। জন্ম: সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার বাহাদুরাবাদ গ্রামে। ১৯৮৯ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন। পেশায় আইনজীবি। প্রকাশিত গ্রন্থ: সমকালীন ভাবনা, অসঙ্গতির অন্তরালে ও কনমেটপোরারী ইস্যুস্ অন ব্রিটিশ ল' এন্ড পলিটিক্স উল্লেখযোগ্য।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী: সব্যসাচী লেখক, সমালোচক। জন্ম: ১৮৯৭ সালের ২৩ নভেম্বার বর্তমান বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ শহরে। ১৯৭০ সাল থেকে ইংল্যান্ডবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'দ্য অটোবায়োগ্রাফি অব এন আননোন ইন্ডিয়ান'(১৯৫১); 'দ্য কন্টিন্যান্ট অব সার্সি'(১৯৬৫); 'বাঙালী জীবনে রমনী'(১৯৬৮); 'আত্মঘাতী বাঙালী'(প্রথম খন্ড: আজি হতে শতবর্ষ আগে: ১৯৮৮); 'আত্মঘাতী রীবন্দ্রনাথ'; 'আমার দেবোমর সম্পমি'; 'A Passage to England' (1959); 'The Continent of Circe' (1965); The Intellectual in India' (1967); 'To Live or Not to Live' (1971); Scholar Extraordinary, The

Life of Proffesor the Honorable Friedrich Max Muller, P.C' (1974); 'Culture in the Vanity Bag' (1976); 'Clive of India' (1975); 'Hinduism: A Religion to Live by (1979); 'Thy Hand, Great Anarch!'(1987). 'The East is East & The West is West' ইত্যাদি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থের লেখক। ১৯৯৯-এর ১ অগাস্ট অক্সফোর্ডে তার নিজ বাড়িতে দেহত্যাগ করেন।

নুর মনি: পুরো নাম নুরুল ইসলাম মনি। লেখক, কলামিস্ট ও ব্যবসায়ি। ১৯৭৩ সাল থেকে লন্ডনবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'বিলাত থেকে বিশ্ব দেখা' (২০০৫) ও 'তৃতীয় বাংলার কথা'(২০০৫)।

নুরুল ইসলাম: সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও গবেষক। ১৯৩২ সালের ১ জুন সিলেট সদর থানার সদরখলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নুরুল ইসলাম সিলেট এমসি কলেজে অধ্যয়নকালে ১৯৫২-৫৩সালে কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে সিলেট মহকুমা ছাত্র ইউনিয়নের প্রেজিডেন্ট ছিলেন। সেই সময় তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালের ৬ নভেম্বার ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলাতে আসেন। লন্ডনে তিনি ১৯৫৮ সালের আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯-৭০ সালের গণআন্দোলনে একজন প্রথম সারীর নেতা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৩ সালে 'ন্যাশনাল ফেডারেইশন অব পাকিস্তানী অ্যাসোসিয়েশন ইন গ্রেইট ব্রিটেন', ১৯৬৪ সালে 'ইস্ট পাকিস্তান হাউস'-এর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশে ভ্রমনকালীন সময়ে লন্ডনে ইস্ট পাকিস্তান হাউস-কেন্দ্রীক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে দুই বছর বিনা বিচারে জেল খাটেন। যুক্তরাজ্যে বাঙালিদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনের পাশাপাশি তিনি সাংবাদিকতার সাথেও জড়িত ছিলেন। তিনি লন্ডন থেকে প্রকাশিত দেশের ডাক, পাকিস্তান টু-ডে, এবং পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত ডন পত্রিকার লন্ডন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৮ সাল থেকে বাংলাদেশ টাইমস এবং সিলেট থেকে প্রকাশিত সিলেট বার্তা পত্রিকার লন্ডন প্রতিনিধি হিসেবেও কাজ করেন। বর্তমানে লেখালেখি করেই অবসর জীবন-যাপন করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'প্রবাসীর কথা' (ইতিহাস: ১৯৮৯)।

নুরুল ইসলাম: লেখক। জন্ম: ছাতক থানার শিংচাপইর গ্রামে। পেশায় আইনজীবী। দীর্ঘদিন থেকে বিলাতে বসবাস করছেনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাজনীতি ও সমাজ পরিকল্পনা (২০০৬)।

নুরুজ্জামান মনি: সাংবাদিক, কবি, গীতিকার ও নাট্যকার। জন্ম ১৯৫৬ সালের ২০ অগাস্ট, গোয়াইনঘাট উপজেলার ফিরিজপুর গ্রামে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি শিক্ষকতা করেছেন দীর্ঘদিন। বর্তমানে স্থায়ীভাবে বিলাতে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাজার টোপর পড়ে গেছে (১৯৯৩) ও স্বেচ্ছা নির্বাসনে আছি।

ফ.

ফজলুল আলম: কবি, গবেষক, লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: মনের ব্যভিচার (উপন্যাস); পরবাস, সার্হসিনী নারী (অনুবাদ); সাইবার ন্যাটিক্স, লাইট এট অন মিডনাইট (অনুবাদ) সম্পাদনা: অভিমত। বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাস করছেন।

ফয়জুল আলম বেলাল: কবি ও লেখক। জন্ম: ১৯৭৪ সালের বিশ্বনাথ উপজেলার ইলামেরগাঁও। বিলেতে আগমন ১৯৯৪সালে। প্রকাশিত গ্রন্থ: পক্ষীরাজে চাঁদের দেশে, স্বপ্নের প্রেয়সী, হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

ফয়জুল ইসলাম, ডাক্তার: কবি। জন্ম: ১৯৫৪ সালে বিয়ানীবাজার থানার বাউরভাগ গ্রামে। ১৯৮৭ সাল থেকে লন্ডনবাসী। পেশায় চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: বির্দীর্ণ পদাবলী (২০০৩); স্মৃতিভাস্মর দিনগুলি ও অন্যান্য।

ফয়জুর রহমান ফয়েজ: কবি ও সংগঠক। জন্ম: সরিষপুর, ওসমানীনগর, সিলেট। লন্ডন আসেন ২০০৬। বর্তমানে লন্ডন শহরে থাকেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থ- ভালোবাসার পংক্তিমালা (কবিতা)। সম্পাদনা করেছেন মনোজ, স্পন্দন, ঝংকার।

ফরিদ আহমদ চৌধুরী: লেখক, সাংবাদিক। জন্ম মার্চ ১৯৭৭, সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার পরচক। ইনকিলাবের লন্ডন প্রতিনিধি। মাসিক পরওয়ানার সাবেক সহকারী সম্পাদক।

ফরিদ আহমদ রেজা: কবি ও কলামিস্ট। জন্ম ১৯৫২ সালের ৩০ জুলাই, সৈয়দপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ। ১৯৯২ সালে লন্ডনে আসেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: যিসাসের আগমন অনিবার্য (২০০০); বিপরীত উচ্চারণ (কলাম: ২০০০)। সম্পাদক কবিতা বিষয়ক ছোট কাগজ কবিতা। e-mail: faridahmedreza@hotmail.com

ফরিদা ইয়াসমিন জেসি: কবি ও নাট্যকার। জন্ম: মীর্জাপুর, টাঙ্গাইল। ১৯৯৮ সাল থেকে লন্ডনের বাসিন্দা। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'আলো অন্ধকারের মুখগুলো' (উপন্যাস: ২০০২); 'একজন মানবী মৃত্তিকা ও বৃক্ষ' (গল্প-২০০৯)। তার লেখা গল্প অবলম্বনে টেলিফিল্ম- খাঁচা, সাহারা, দ্বীপকন্যা উল্লেখযোগ্য। e-mail:faridayeasminjessi@yahoo.co.uk

ফারুক আহমদ: গীতিকার ও নাট্যকার। জন্ম: ১৯৬৪ সালে গোলাপগঞ্জ থানার গোয়াসপুর গ্রামে। ১৯৮৯ সালে লন্ডনে আসেন। পেশায় ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'এ মাটির বাউল' (গীতিকবিতা: ১৯৯৪); 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি' (প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা: ২০০৭)। 'গোলাপগঞ্জে ইসলাম'(ইতিহাস: ১৯৯৯); 'বিলাতে বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা' (ইতিহাস: ২০০২); Bengali Journals and Journalism in the UK (2008). www.faruqueahmed.com, e-mail:info@faruqueahmed.co

ফারুক আহমদ রনি: কবি, গীতিকার ও নাট্যকার। সাহিত্য পত্রিকা সংহতি ও শিকড়-এর সম্পাদক। ১৯৬৮ সালের ২৪ মে বিয়ানীবাজার উপজেলার দেওয়ারাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সাল থেকে লন্ডনে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: আমি এক নষ্ট যুবক (১৯৯৩), জ্বলছি অলীক অনলে (২০০২), ভালবাসা জ্বলে অনলে (যৌথভাবে), সংহতি (গল্প-যৌথ সম্পাদনা)। টেলিফিল্ম: খাঁচা, সাহারা, দ্বীপকন্যা, সীমান্ত উল্লেখযোগ্য। e-mail:farukahmedroni@yahoo.co.uk

ফারুক যোশী: কলামিস্ট। জন্ম বিয়ানীবাজার উপজেলায় কসবা গ্রামে। নব্বইয়ের দশক থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: বৃটেনে বর্ণবাদ ও আমরা। ত্রৈ-মাসিক বৈভব-এর সম্পাদক।

ব.

বদরুজ্জামান বাবুল: কবি ও সাংবাদিক। জন্ম গোলাপগঞ্জ থানার দক্ষিণ ভাদেশ্বরে। ১৯৯৬ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যে কাগজে নিয়মিত লেখালেখি করছেন।

বেলাল হোসেন জয়, ডক্টর: লেখক, সাংবাদিক ও গবেষক। জন্ম: ১ অক্টোবর ১৯৫৩ সালে, চাঁদপুর জেলায়। ১৯৭৪ সাল থেকে যুক্তরাজ্য প্রবাসী হলেও বর্তমানে বাংলাদেশে

অবস্থান করছেন। বারিষ্টার এট ল, এডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অব বাংলাদেশ এবং ঢাকার 'ধাইবিএআইএস' ইউনিভার্সিটিতে অনারারী প্রফেসর হিসাবে কর্মনিযুক্ত আছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: সচিত্র মুক্তযুদ্ধ '৭১ (১৯৯৫), বঙ্গবন্ধু স্মৃতি চিত্র (১৯৯৩), যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্ট (১৯৯৭), রাহুগ্রাসে বাংলাদেশ (১৯৯৫), হসপিটালিটি বাংলাদেশ (১৯৯৭), বাঙালির বিশ্ব বিজয় (২০০১), আইকন এশুশে (২০০৪), ল ম্যানেজমেন্ট স্কীল্স (২০০৫), কনষ্টিটিউশন্যাল হিষ্ট্রি অব বাংলাদেশ (২০০৮), কলেমোরেটিভ অব বাংলাদেশ ইনডেপেন্ডস্ (সহকারী সম্পাদক- ১৯৯৭)। তাছাড়াও তিনি এ টেষ্ট অব বাংলাদেশ (বাইলিঙ্গুয়েল ম্যাগাজিন) ও বাংলাদেশ এবরোড (ইংরেজী) যুক্তরাজ্যে এই দুটি কাগজের সম্পাদনা করেছেন।

ম.

ম. আ. মোশতাক: ১৯৬৫ সালের ১৬ অক্টোবার সিলেট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিলেতে বাংলাদেশী (২০০৩)।

মতিয়ার রহমান চৌধুরী: লেখক, কলামিস্ট। জন্ম: ১৯৬২ সালে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার নূরগাও। ১৯৯৫ সাল থেকে লন্ডনের বাসিন্দা। পেশায় সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: নবীগঞ্জের ইতিকথা, সিলেট বিচিত্রা, সিলেট গাইড, নৌপথে নবী, কুশিয়ারার বাঁকে, সিলেট ও সিলেটী ভাষা ইত্যাদি।

মনিকা আলী: উপন্যাসিক। জন্ম: ১৯৬৭ সালে ঢাকায়। সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে লন্ডনবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: ব্রিকলেইন (গ্রান্টা পুরস্কারপ্রাপ্ত)।

ময়নুর রহমান বাবুল: প্রগতিশীল কবি। জন্ম ১৯৬২-এর ২ মার্চ বালাগঞ্জ থানার কুরুয়া বড়কাপন গ্রামে। ১৯৯২ সাল থেকে লন্ডনে বসবাস করছেন। পেশা চাকুরি। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রত্যাশার প্রতিধ্বনি; স্বদেশ আমার মা আমার।

মঞ্জুরুল আজিম পলাশ: কবি, সাংবাদিক ও সমালোচক। জন্ম কুমিল্লায়। নব্বইয়ের দশক থেকে লন্ডনের বাসিন্দা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: আত্মকথা ও নগরে নির্বাসিত। নির্বাচিত প্রবন্ধ: বাংলাদেশের উন্নয়নের জাতীয় ঐক্যমত ও অন্যান্য রচনা এবং ইন্টারভিউ।
e-mail:palashbd@yahoo.com.

মঞ্জুলিকা জামালী: কবি, লেখক ও গবেষক। জন্ম: মার্চ ১৯৬৮ ঝিনাইদহের শৈল কুপা উপজেলায়। বিলেতে আসেন ২০০৫ সালে। তার প্রকাশিত গ্রন্থ- ছড়ার রাজ্যে (ছড়া), বুকের ভেতর অতলান্তিক জল (কাব্য)। তিনি দেশের সবকটি পত্রিকায় লেখালেখি করেন। এছাড়াও তিনি দেশের গবেষণাধর্মী লেখক হিসেবে তার ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে।

মাজেদ বিশ্বাস: কবি। জন্ম: ৯ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সালে রাজবাড়ি জেলার পাংশা থানায়। পেশায় শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: দিনরাত্রির তসবিদানা (২০০০)।

মাসুক ইবনে আনিস: কবি। জন্ম: ১ জানুয়ারি ১৯৬৯ সাল, সৈয়দপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: যদি বিদ্রোহ করি (১৯৯৩), অবশিষ্ট শূণ্য এক (কাব্য: ২০০২) ও অলৌকিক মাশুকনামা। সম্পাদক আদি কাকতাড়ুয়া।
e-mail: mashukanis@btinternet.com

মাসুদ আহমদ: কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকার। জন্ম: ১৯৪২-এর ২৪ ডিসেম্বার, বর্ধমানে। পেশায় চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ: মাসুদ আহমদের কবিতা, অনিরুদ্ধ পংক্তি কতিপয়, কবিতা-৬, চন্দ্রবিন্দু, বৃষ্টির অপেক্ষায় ও একাদশীর চাঁদ ইত্যাদি। অধুনালুপ্ত মাসিক সংলাপ-এর সম্পাদক। e-mail:heerahashi@tiscali.co.uk

মাসুদা ভাট্টি: সাংবাদিক, কবি ও কলামিস্ট। জন্ম: ১ জুলাই ১৯৭৩ সালে, মুল্লাবাড়ি সড়ক, গোয়াল চামট, ফরিদপুর। ১৯৯১ সাল থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: জীবনের ভগ্নাংশ, পরিযায়ী মন, নৈঃশব্দের নগরী (২০০৩) ও অমরাবতী। একটি তাঁরা খসা রাত যেভাবে শেষ হয় (কাব্য), চাঁদ ঘুমিয়ো না (কাব্য), কাল তিতির কাঁদে (গল্প), সম্রাজ্ঞীর তৈলচিত্র। রাষ্ট্রদ্রোহী ও অন্যান্য (প্রবন্ধ সংকলন)। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ: ব্রিটিশ দলিলপত্র (ইতিহাস-২০০৩)। e-mail: masudabhatti@hotmail.com

মাহবুবুর রহমান: কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। জন্ম ১৯৬৮ সালে। পৈতৃক নিবাস সিলেট জেলার তুড়ুকখলা গ্রামে। বর্তমানে যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সিলেটের ডাক, দৈনিক সংবাদ, সাপ্তাহিক নতুন দিন, কারী লাইফ, সাপ্তাহিক জনমত সহ বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি ছাড়াও কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে লন্ডন বারা অব টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলে মিডিয়া বিভাগে কর্ম নিযুক্ত আছেন।

মাওলানা তাজুল ইসলাম: লেখক। জন্ম: ১৯৭৫ সালে সিলেট জেলার ওসমানী নগর থানার জহির পুর গ্রামে। ২০০৫ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: সন্তানের ভবিষ্যত ও মা বাবার করনীয় (প্রবন্ধ- ২০০৯)।

মাহবুব আলম: লেখক। জন্ম: জুলাই ১৯৬৩ সালে সিলেটে। তার প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবাস পরিচিতি।

মির্জা আসহাব বেগ: লেখক। জন্ম ৩০ জুন ১৯৬৪ সালে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার মিরের চর (বেগ বাড়ী)। ১৯৯২ সালে পিএইচডি করার জন্য বিলেতে আগমন। ছোটবেলা থেকে লেখালেখির সাথে জড়িত। গোলাপ কুড়ি (শিশুতোষ) পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি।

মিলটন রহমান: জন্ম ১৯৭৫। লেখক, কবি, সম্পাদক লন্ডন আসেন ২০০৬ সালে। বর্তমানে লন্ডনে আছেন। দেশের বাড়ি সিতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। তার প্রকাশিত গ্রন্থ ব্রটাসপর্ব এবং কর্তার শারীরিক অবনতি (গল্পগ্রন্থ), সম্পাদনা: অরণ্য ও কথন (ছোটকাগজ)।

মিলন কুমার: লেখক ও অনুবাদক। জন্ম: ১৯৭৬ সালে দিনাজপুরে। প্রকাশিতব্য গ্রন্থ দালাইলামার প্রাত্যহিক ভাবনা, সাইবার ভাষা কথন, বিশ্বায়ন ও ধর্ম।

মুকুল ইকবাল: লেখক ও কবি। জন্ম: ১৯৬৩ সালে সাগরদিঘীর পার, সিলেট। প্রকাশিত গ্রন্থ- তিনকণ্ঠ (কাব্য)।

মুকিদ চৌধুরী, ডক্টর: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও গল্পকার। জন্ম: ১৯৬৮ সালে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানাধীন মুকিমপুর গ্রামে। দীর্ঘদিন ধরে বিলাতবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: খুঁদ (গল্প); স্বরূপ অন্বেষা; কস্তুরীগন্ধ (গল্প); স্বরূপ অন্বেষণে; রুষ্টরুদ্রের প্রলয় ভ্রুকুঞ্চন (সম্পাদনা: গল্প)। গবেষণা: আমাদের আপনজন এবং ন-মাসে একটি জাতিকে হত্যা ইত্যাদি।

মুজিব ইরম: কবি। জন্ম ১৯৭১ সালে মৌলবীবাজার জেলার নালিহুরি গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: মুজিব ইরম ভনে শুনে পূণ্যবান; ইরম কথা; ইরম কথার পরের কথা; উত্তরবিরহচরিত; সাং নালিহুরি ও ইতা আমি লিখে রাখি।
e-mail:mujiberom@hotmail.com

মুজিবুল হক মনি: কবি ও রাজনীতিবিদ। ১৯৫৯ সালের ১ অক্টোবার সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯৩ সাল থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। পেশা চাকুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ: কংকালের মিছিল (নাটক: ১৯৭৭), তাজমহল অন্যরম (নাটক: ১৯৮৯), ত্রয়ী (যৌথ কাব্য: ২০০৯)। মুজিবুল হক মণি ছোটকাল থেকে লেখালেখির সাথে জড়িত। দেশে আইন পেশায় থাকলেও বর্তমানে বিলেতে নাট্য ব্যকিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। e-mail:mmhmoni@yahoo.co.uk

মুহাম্মদ জোবায়ের: সাংবাদিক। জন্ম: ১৯৭৬ সালে কমলগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস কানাইঘাট উপজেলার বিষ্ণপুর গ্রামে। ২০০৩ সাল থেকে লন্ডনের স্থায়ি বাসিন্দা। প্রকাশিত গ্রন্থ: গাউগেরাম ঘুরে ঘুরে (২০০৩)।

মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন কালারুকী: লেখক, কবি। জন্ম: মার্চ ১৯৭৩ সালে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার কালারুকী গ্রামে। লন্ডন আসেন-২০০০ সালের মার্চে। প্রকাশিত গ্রন্থ: মাহাব নিয়ে বিভ্রান্তি একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠার মুখোশ উন্মোচন (প্রবন্ধ: ২০০১), মিলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে দেববন্দী দুই বুযুর্গের নছিহত (২০০৭), আয়নায়ে কলন্দর (গীতিকাব্য, ২০০৯)।

মোহাম্মদ আবদুল মুনিম জাহেদী ক্যারল: কবি, সাংবাদিক। জন্ম: নভেম্বার ১৯৬৬ সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার হিলালপুর গ্রামে। ১৯৮৪ সাল থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। বর্তমানে লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ইউরো বাংলার সম্পাদক।
e-mail:jahedi7@hotmail.com

মোহাম্মদ আজিজ: লেখক ও কবি। জন্ম ডিসেম্বর, ১৯৬২। মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ায়। ১৯৯৬ সাল থেকে তিনি যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার: লেখক, সাংবাদিক। জন্ম: ১৯৫৩ সালে সিলেট শহরের শেখঘাট জন্ম গ্রহণ করেন। ২০০০ সালে লন্ডন আসেন। সিলেটের ডাক (লন্ডন) পত্রিকায় এডভাইসারি এডিটরের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি নিয়মিত লিখছেন সাপ্তাহিক জনমত পত্রিকায়। সিলেট থেকে প্রচারিত দৈনিক সিলেটের ডাকের এক্সিকিউটিভ এডিটর হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেন।

মোহাম্মাদ সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী: লেখক, সাংবাদিক। জন্ম: ১৯৭৪ সালে ছাতকের তারাপুর গ্রামে। বিলেতে আগমন অগাস্ট ২০০১ সালে। প্রকাশিত গ্রন্থ: লাখো সালাম কদমে (ইসলামি সংগীত-১৯৯৮)। ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক পরওয়ানার সাবেক নির্বাহী সম্পাদক। লন্ডনের কয়েকটি চ্যানেলে ইসলামীক প্রোগাম করে থাকেন।

মোহাম্মদ মুমিনুল হক: লেখক। জন্ম: ১৯৬২ সালের ৬ মার্চ রাজনগর থানার বাগাজুরা গ্রামে। নব্বইয়ের দশক থেকে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাজনগরের ইতিবৃত্ত (২০০০), মৌলবীবাজার জেলার ইতিহাস (২০০১), সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত (২০০১) ইত্যাদি।

মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী: গীতিকার ও লেখক। জন্ম: ১৯৬৯ সালে বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের নওধার গ্রামে। ১৯৯৭ সাল থেকে লন্ডনের বাসিন্দা। প্রকাশিত গ্রন্থ: দেওয়ান একলিমুর রাজা: জীবন ও কাব্য (২০০৪), বিশ্বনাথের ইতিহাস ও ঐতিহ্য (২০০৮)। সম্পাদক সাহিত্য-পত্রিকা বিথিকা।

মোহাম্মদ দিনার: কবি ও লেখক। জন্ম: ১৯৬৭ সালে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলায়। ১৯৮৬ সাল থেকে স্থায়ীভাবে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন। লন্ডন বারা অব টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ইয়ুথ সার্ভিসে উচ্চ পদস্ত কর্মকতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: জ্বালো দ্বীপ শিখা (কাব্য)

মোহাম্মদ মারুফ: কবি ও প্রবন্ধিক। ১৯৭১-এর ২ মে বালাগঞ্জ থানার ভাড়েরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস নবীগঞ্জ উপজেলার দেবপাড়া। পেশায় ব্যবসায়ি। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বায়ন ও উম্মাহ চেতনা (২০০৩); দিগন্ত আজ বৃষ্টি ভরা (যৌথকাব্য: ১৯৯৮)।

মোহাম্মদ নাঈম মাহমুদ: কবি ও লেখক। জন্ম: ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ সালে ঢাকা জেলায়। যুক্তরাজ্যে ২০০২ সাল থেকে বসবাস করছেন। বর্তমানে রিয়েল টাইম নিউজ নেটওয়ার্কের নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে কর্মরত আছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: রোদের বিজ্ঞাপন (কাব্য-২০০১)।

মোহাম্মদ শেবুল চৌধুরী: জন্ম ১৯৬৬ সালে সিলেটের বালাগঞ্জ থানাধীন চিন্তামনি গ্রামে। ১৯৯১ সাল থেকে বিলেত প্রবাসী। ছোটবেলা থেকে লেখালেখির সাথে জড়িত। প্রকাশিত গ্রন্থ: বার্মিংহামের চিঠি (প্রবন্ধ), জনপদ বার্মিংহাম (প্রবন্ধ)। বর্তমানে চ্যানেল এস ও সাপ্তাহিক বাংলা পোষ্টের বার্মিংহাম প্রতিনিধি এবং বার্মিংহাম প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি।

মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল: প্রাবন্ধিক, কবি। জন্ম: মার্চ ১৯৭৪ সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার রারাই গ্রামে। ২০০১ সালের ৭ আগষ্ট লন্ডন আসেন।
১৯৮১ সালে সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সুর পত্রিকায় প্রথম ছড়া প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে দৈনিক ইনকিলাবের সোনালী আসরে নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত গ্রন্থ: লুকমান হাকীমের উপদেশ, মে ১৯৮৮; কষ্টে কাটে অষ্ট প্রহর (কবিতা), আগষ্ট ২০০১; আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষাৎকার (যৌথ) - জুলাই ২০০৮; বারাকাতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম (অনুবাদ), জানুয়ারী ২০০৯। প্রকাশিতব্য: জকিগন্জের গুণীজন, ইমাম আবু হানিফা ও ইলমে হাদীস, শহরে মদীনা ও যিয়ারতে রাসুল (অনুবাদ)।

র.

রব্বানী চৌধুরী: কবি ও ছড়াকার। জন্ম ১৯৫৮ সালের ১৬ ডিসেম্বার মৌলভীবাজার থানার সাটিয়া গ্রামে। পেশায় সাংবাদিক। ১৯৮২ সাল থেকে যুক্তরাজ্যবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ যন্ত্রণা মন্ত্রণা (১৯৭৯), পাপাডাম (১৯৯২), লন্ডনের ছড়া (১৯৯৪), জয়বাংলার ছড়া (১৯৯৫), ছড়ার বাশী (১৯৯৯), টেমস পারের কাব্য (১৯৯৯), তান্দুর সমাচার (১৯৯৯), সিলেট আমার সিলেট (১৯৯৯), বিলেতে বিশ শতকের বাংলা কবি (২০০০), মৌলবীবাজার জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য (২০০১), লিমেরিক ফ্রম লন্ডন (২০০৫), বঙ্গবন্ধুর ছড়া (২০০৫), সিলেট প্রসঙ্গ (২০০৪) উল্লেখযোগ্য।

রকিব আলী: কবি, লেখক। জন্ম: ১৯৬৮ সালে সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: বারুদ (কাব্য)।

রহমত আলী পাতনি: কবি ও গীতিকার। জন্ম: জানুয়ারি ১৯৫০ সালে সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার পাতন (জলঢুপ) গ্রামে। ১৯৭৮ সাল থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিবিধ বচন (কাব্য ২০০৭)।

রেজওয়ান মারুফ: কবি ও ছড়াকার। জন্ম ঢাকা শহরে। পৈত্রিক নিবাস সিলেটে। প্রকাশিত গ্রন্থ: টিন এজ কেইস, প্রতিবাদ, এই রাজাকার সেই রাজাকার।
e-mail:rmaruf@gmail.com

রেণু লুৎফা, ডক্টর: কবি, গল্পকার ও কলামিস্ট। জন্ম: ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ সালে গোলাপগঞ্জ, সিলেট। ১৯৮০ সালে লন্ডনে আসেন। পেশায় শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইতরের মতো সত্য (গল্প: ১৯৭৯); হে ইশ্বর তোমার যবনিকা (কাব্য:১৯৯১), জীবন বলাকা (কলাম: ১৯৯৬), কালের কণ্ঠ (কলাম:২০০৫) ও স্পর্ধিত আত্মবোধ (কলাম: ২০০৭)।
e-mail:ranaping@aol.com

ল

লায়লা চৌধুরী রুমী: কবি। জন্ম: ১৯৭৪ সালের ২৪ জুলাই সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার সোয়াতিওর গ্রামে। যুক্তরাজ্যের মানচেষ্টার শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

লোকমান আহমদ: লেখক, সাংবাদিক। জন্ম: ১৯৬৬ সালে দক্ষিণ সুরমা, সিলেট। প্রকাশিত গ্রন্থ: সবুজ মেয়ের হাতছানি। যৌথ সম্পাদনা: ইস্টার্ণ ভয়েস, অনলাইন সম্পাদক-শিকড়।

শ

শফি আহমদ: কবি। জন্ম: ১৯৭১-এর মে মাসে। ১৯৮৫ ইং থেকে বিলাতবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: রিজন এন্ড দ্য অরিজিন অব রিয়ালিটি অব সায়েন্স এন্ড পয়োট্রি এবং পুষ্প উদ্‌গম।

শামীম আজাদ: কবি। জন্ম ১১ নভেম্বার ১৯৫২ সালে ঢাকায়। পৈত্রিক নিবাস মৌলভীবাজার সদর উপজেলার মমরুজপুর গ্রামে। পেশায় শিক্ষক। ১৯৯০ সালে লন্ডনে আসেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভালবাসার কবিতা; স্পর্শের অপেক্ষায় (কাব্য: ১৯৮৮); হে যুবক তোমার ভবিষ্যৎ (কাব্য: ১৯৮৮)। সংকলিত প্রতিবেদন গ্রন্থ: মধ্যবিম বদলে যাচ্ছে। গল্প: দুই রমনীর মধ্য সময় (১৯৮৯)। উপন্যাস: শীর্ণ শুকতারা; আরেকজন। নাটক: হপস স্কচ গেস্ট, দ্য র‍্যাক্ট ইত্যাদি। www.shsmimazad.com

শামীম শাহান: কবি, গল্পকার, সাংবাদিক। জন্ম ১৯৬৯-এর অক্টোবার জকিগঞ্জ থানার বাল্লাহ গ্রামে। লন্ডন আসেন ২০০৪ সালে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সুরমা ও বাংলা এক্সপ্রেসে কাজ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ- নীল দুপুর নির্জন সাতার (কাব্য), দুপুরে দাড়ানো গাছ (গল্প)। সম্পাদক: মাসিক সাহিত্য পত্রিকা অসীমের সন্ধানে, প্রজন্মের সেতুবন্ধন, গ্রন্থী উল্লেখযোগ্য। e-mail:shahan06@yahoo.co.uk

শাহনাজ সুলতানা: কবি। জন্ম ১৯৭৪। লেখালেখির পাশাপাশি তিনি ভালো গান করেন। দেশের বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায়। সম্পাদনা: উৎসব।

শাহ শামীম আহমদ: কবি। জন্ম: ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবার, ধর্মদা, বিশ্বনাথ, সিলেট। প্রকাশিত গ্রন্থ: জলরঙা দিন (২০০৩), সম্পাদনা: হৃদি।
e-mail:shah.shamimahmed@yahoo.co.uk

শাহজাহান সিরাজ: লেখক। জন্ম: ১৯৫৮-এর ১৮ জুলাই গোলাপগঞ্জ থানার বাগলা গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: ব্রিটিশ রাজনীতির ইতিকথা (২০০০) এবং আমেরিকায় ইসলাম: হাজার বছরের চালচিত্র (২০০৩)।

শাহ সুহেল: কবি। জন্ম: ১৯৭৬-এর ২০ জুলাই বিশ্বনাথ উপজেলার ইলামের গাঁও। বর্তমানে লন্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: দিগন্ত আজ বৃষ্টি ভরায় (১৯৯৮), মেঘে মেঘে ভালোবাসা (২০০১) ও কবে যেন বিদ্রোহী হয়ে যাই (২০০১)।

শাহাদত করিম: ছড়াকার। জন্ম: ১৯৫৮ সালের ২৫ ডিসেম্বার সিলেট শহরের বারুতখানায়। ১৯৯৩ সাল থেকে লন্ডনে বসবাস করছেন। পেশায় ব্যবসায়ি। প্রকাশিত গ্রন্থ: উল্টোসিধে (১৯৮২)।

শাহিন রশীদ: জন্ম: নভেম্বর ১৯৬৯ সালে সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার আলমনগর। বিলাতে আসেন ২০০১ সালে। তার প্রকাশিত গ্রন্থ- ত্রয়ী (যৌথ কাব্য)।
শিকদার কামাল: কবি। জন্ম: ১৯৫৪ সালের ৪ এপ্রিল সিলেট সদর থানার বারইগ্রামে। ১৯৮৫ সাল থেকে লন্ডনবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: উদভ্রান্ত নীল তৃষ্ণা (১৯৮৪) ও জলের ভিতরে বৃষ্টি (১৯৮৬)।

শিশির মজুমদার: জন্ম: চল্লিশের দশকে ভারতের কোলকাতায়। ষাটের দশকে লন্ডনে আসেন। পেশায় চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ: অন্তর মম বিকশিত করো; প্রেম প্রত্যয় প্রতিবাদ; পরবাস ও বিমূর্ত বাসনা। সম্পাদনা: পূর্ব পশ্চিমের কবিতা।

শিহাবুজ্জামান কামাল: ছড়াকার। ১৯৬৫ সালে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানার দেওয়গাছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: আমার বিক্ষিপ্ত পংক্তিমালা (কাব্য-২০০১); ছোটমনিদের ছড়ার মাঝে পড়া ও ছন্দে লিখি বাংলা।

শুয়েব আহমেদ শওকতি: গীতিকবি: ১৯৬৪ সালের ৪ অগাস্ট বিয়ানীবাজার থানার মাথিউরা গ্রামে জন্ম। লন্ডনে আসেন ১৯৮২ সালে। পেশা ব্যবসা। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রলয়ঙ্কর (২০০৫) ফেরদৌসে বাহার (কাব্য: ২০০৬)। e-mail:showkathy@hotmail.co.uk

শেখ তোয়াহিদ: জন্ম ১৯৬৩। কবি, লেখক তোয়াহিদের দেশের বাড়ি বিশ্বনাথ, সিলেট। তার প্রকাশিত গ্রন্থ- যদি ফিরে আসে কভু (কাব্য)।

স.

সওদা মুমিন: গল্পকার। জন্ম ১৯৬৬-এর ১৬ মার্চ জগন্নাথপুর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নব্বইয়ের দশক থেকে লন্ডনে বসবাস করছেন। পেশা শিক্ষকতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ধূসর মরুভূমি (গল্প) ও সোনালী প্যারাডাইজ (গল্প)।

সফিয়া জাহির: কবি ও গল্পকার। জন্ম: ১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবার, সুনামগঞ্জ জেলার খাগহাটা গ্রামে। ১৯৮৬ সালে লন্ডনে আসেন। পেশা চাকুরি। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য নীল স্বপ্ন (কাব্য); স্বপ্ন ও ছায়া (গল্প যৌথভাবে: ২০০৭)।

সাইফ উদ্দিন আহমদ বাবর: কবি। জন্ম ১৯৬৯ সালের ১১ ডিসেম্বার বালাগঞ্জ উপজেলার নিজ মান্দারুকা গ্রামে। ১৯৮৫ সালে লন্ডনে আসেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: হৃদয়ে কথা কয় (কবিতা-১৯৯১), দু'পারে দু'হৃদয় (গল্প-১৯৯২), সহ-সম্পাদক: শিকড়।

সাঈদ চৌধুরী: সাংবাদিক। জন্ম: ১৯৬৮ সালের ৫ অগাস্ট নয়াগাঁও, শীবের বাজার, সিলেট। ২০০০ সাল থেকে লন্ডনের বাসিন্দা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছায়াপ্রিয়া (উপন্যাস: ১৯৯৫)। এছাড়াও তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে: ইউকে বাংলা ডাইরেক্টরী (২০০৩-);

ইউকে এশিয়ান রেস্টুরেন্ট ডাইরেক্টরী (২০০৭); মুসলিম ইনডেক্স (২০০৯-) এবং অনলাইন পত্রিকা সময়।

সাঈম চৌধুরী: কবি, গল্পকার ও সাংবাদিক। জন্ম: ১৯৭৭ সালের ১০ জুলাই সিলেট শহরে। ২০০৫ সাল থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: অথবা অপুরুষ (গল্প: ২০০৫), অদ্যনীল (গল্প: ২০০৯), বিলাতের গল্প (গল্প: ২০০৯)।
e-mail: sayeem.c@googlemail.com

সাগর চৌধুরী: লেখক, কবি ও অনুবাদক। জন্ম: কলকাতায়। ৮০ দশকের মাঝামাঝি থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: শাসুর রাহমান ঃ সিলেক্ট পোলিটিক্যাল পোয়েটস্ (অনুবাদ), ভিলেইজ শর্ট ফিকশন ফ্রম বাংলাদেশ (অনুবাদ-গল্প), অপারেশন জ্যাক্পট্ (২০০৯)। সত্যজিত রায়সহ কয়েকজন দামী পরিচালকের বাংলা ছবির ইংরেজি সাব টাইটেল তিনি রচনা করেছেন।

সাজেদা সৈয়দ বীণা: জন্ম: ডিসেম্বার ১৯৬১ সালে চাকার, বরিশাল। ১৯৮১ থেকে বিলাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। e-mail: shajedasyed@hotmail.com

সালেহা চৌধুরী: কবি, গল্পকার ও উপন্যাসিক। জন্ম: ১৯৪৩ সালের ১ মে রাজশাহী শহরে। ১৯৭২ সালে বিলাতে আসেন। পেশা শিক্ষকতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: যখন নিঃসঙ্গ (গল্প:১৯৬৭), সাহিত্য প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ: ১৯৭০), উষ্ণতার প্রপাতে (গল্প: ১৯৯০), তাহিতি এবং অন্যান্য (গল্প: ১৯৯১), আনন্দ (উপন্যাস: ১৯৯৩), জোয়ী ও জনপদের গল্প (গল্প: ১৯৯৩), বিন্নিধানের খই (উপন্যাস: ১৯৯৪), পরমা (প্রবন্ধ: ১৯৯৫), ময়ূরীর মুখ (উপন্যাস: ১৯৯৬), কাবার্ড ও কাবার্ড জাতীয় গল্প (১৯৯৬), শেষ মারবেলা (১৯৯৭), জুডাস এবং তৃতীয় পক্ষ (ছড়া: ১৯৯৮), প্রবাস চিন্তা (১৯৯৮), অনিকেত মানব (১৯৯৯), টিল ডেথ ডু আস (১৯৯৯), ছড়ায় বাংলাদেশ (১৯৯৩), আলোরথ সিন্ধু (১৯৯৪), এ ব্রড ক্যানভাস (১৯৯৭), এলিমেন্টস অব লাইফ (১৯৯৮), স্পটলাইট পয়েটস (১৯৯৮), থাবিজুর বাবা, এক জুশানার গল্প, বৃষ্টিতে, নেলসন ম্যান্ডেলার বানী (অনুবাদ- সন্দেশ), বরফের হাঁস (অনুবাদ, মুক্তদেশ- পুনঃ মুদ্রন২০০৯), ব্রিটেন একটি দ্বীপ (সময় প্রকাশনী- ২০০৯), পলাশ ক্যাফেতে এক সন্ধ্যা (বিদ্যা প্রকাশনী), ময়ুরীর মুখ (পূণমুদ্রন-২০০৯), শেষ মার্বেলা (পূন:মুদ্রণ ২০০৯), ওরা পাঁচজন ও সে (শিশুতোষ- ন্যাশন পাবলিশার্স- ২০০৯)।

সালমা নাসির ডলি: কবি, গল্পকার ও উপন্যাসিক। জন্ম: ২২জুন ১৯৪৭, গেন্ডারিয়া, ঢাকা। ১৯৭৫ সালে লন্ডনে আসেন। পেশায় শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: নীলার দ্বিতীয় অন্তর (১৯৯২), সুচিতা ও অন্যান্য (১৯৯৩); ফুলনের সাতকাহন (১৯৯৮)। গল্প: বিলাতের গল্পগুচ্ছ (১৯৮১); সালমা নাসির ডালির ২৫টি বাছাই গল্প (১৯৯৮)। কবিতা: প্রকীর্ণ কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৯)। নাটক: বনফুল (১৯৮৩)। অনুবাদ: যাদুর আঙ্গুল (১৯৯৩); ম্যাকবেথ (১৯৯৬); রোমিও জুলিয়েট (১৯৯৭); মিড সামার নাইট (১৯৯৭) ইত্যাদি।

সামসুল জাকী স্বপন: কবি। জন্ম: ১৯৭৫-এর ৬ জানুয়ারি বিয়ানীবাজার উপজেলার দেবারাই গ্রামে। ১৯৯৯ সাল থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। পেশা চাকুরি। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা: ভালবাসার আচ্ছাদন (১৯৯৭) ও কিছু প্রেম কিছু স্মৃতি (২০০৬)।
e-mail: samsulzaki@googlemail.com

সি. এ. এস. কবির: লেখক। জন্ম: মৌলবীবাজার উপজেলার খাঁর গাও-এ। ১৯৬২ সাল থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: লালু ভুলুর রাজনীতি (২০০৮)।

সিকদার কামাল: কবি। জন্ম: ১৯৫৪ সালের ৪ এপিল সিলেট সদর থানার বারইগ্রামে। ১৯৮৫ সাল থেকে লন্ডনবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: উদভ্রান্ত নীল তৃষ্ণা (কাব্য: ১৯৮৪) ও জলের গভীরে বৃষ্টি (কাব্য: ১৯৮৬)।
সিকদার হুসেন খন্দকার: জন্ম ১লা জানুয়ারী, ১৯৫৯ মানিকগঞ্জ জেলার ঠাকুরকান্দি গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙালি ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বিতর্ক (নেহার প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৮)।

সিরাজ চৌধুরী: কবি ও কলামিস্ট। জন্ম: ১৯৫০ সালের ১৫ জুলাই সিলেট জেলার বালাগঞ্জ থানার পারকুল গ্রামে। ১৯৬৬ সাল থেকে বিলাতে বসবাস করছেন। পেশায় ব্যবসায়ি। প্রকাশিত গ্রন্থ: দ্য লাভ পয়েট্রি অব সিরাজ চৌধুরী (১৯৮৫), বিজ্ঞানের আলোকে মানুষের স্বভাবধর্ম (১৯৯৬), বাংলাদেশের গান, রক্তমদিরা, জ্বলো (১৯৮৪), বকুল, প্রেম-সুর-ছন্দ, প্রেম, প্রেমানক (বাংলা ও ইংরেজী), নির্বাচিত কলাম, দ্য লাভ পয়েট্রি অব সিরাজ চৌধুরী, একটি ভয়ঙ্কর চেতনা (২০০২) ইত্যাদি।

সিরাজুর রহমান: সাংবাদিক ও কলামিস্ট। জন্ম: ১৯৩৪ সালে। পৈত্রিক নিবাস নোয়াখালি

জেলার বেগমগঞ্জ থানার রহমতপুর গ্রামে। ১৯৬০ সাল থেকে লন্ডনে বসবাস। বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রযোজক ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাংলাদেশ: স্বাধীনতার পনেরো বছর, প্রীতি নিন সকলে, লন্ডনের চিঠি, সম্পাদক দায়ী নহেন, বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত, ইতিহাস কথা কয় (২০০২) ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা।

সেবুল আহমদ: ১ জানুয়ারী, ১৯৮০ সালে সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার দেবারাই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ২০০১ সাল থেকে যুক্তরাজ্য প্রবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বপ্ন (কাব্য-২০০৪)।

সুমন সুপান্থ: জন্ম: ১৯৭৭ সালে মৌলবীবাজার জেলায়। ২০০০সালে বিলাতে আগমন। প্রকাশিত গ্রনন্থ: নিশিন্দা মেঘের বাতিঘর। সম্পাদক স্রোতচিহ্ন।

সৈয়দ এনাম: কবি। ১৯৭৯ সালে হবিগঞ্জ জেলার দীঘলবাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০৩ সাল থেকে বিলাতবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভালোবাসাহীন যায় লাম্পট্যের সারাদিন।

সৈয়দ দুলাল: গল্পকার ও গীতিকার। জন্ম: ১৯৬৮সালে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থানার অন্তর্গত সৈয়দপুর গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: হিংসা কুরের জবানবন্দী (গল্প), জালাল মিয়ার হালাল দোকান (গল্প), কি মায়া লাগাইলায় (গীতিকাব্য-২০০৯)।
সৈয়দ শাহীন: কবি। ১৯৬০ সালের ১৮ জানুয়ারি জগন্নাথপুর উপজেলার সৈয়দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে লন্ডনবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: ঘর ছাড়া ঘর (উপন্যাস)।

সৈয়দ মবনু: লেখক। জন্ম: ১৯৭০-এর ৭ ফেব্রুয়ারি জগন্নাথপুর থানার সৈয়দপুর গ্রামে। দীর্ঘদিন থেকে যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা। প্রকাশিত গ্রন্থ: অঘোষিত ক্রুসেড (১৯৯৪), জীবন-ধর্ম-সংস্কৃতি (১৯৯৫), গণতন্ত্র একটি কুফরি মতবাদ (১৯৯৫), কুরআন হাদিসের আলোকে তাবিজাত শিরক নয় কি? (২০০০), রমজানের মাসআলা মাসায়েল (২০০২), জিয়ারতে মক্কা মদিনা (২০০৩), জিহাদের ইসলামী নীতি (অনুবাদ: ২০০৪), শায়খুল হাসিদ : একটি বর্ণাঢ্য জীবন (২০০৩), সুকুতে মাশরিকি পাকিস্তান (উর্দু: ২০০৫) এবং শায়েখে গহরপুরীর জীবন ও কর্ম (২০০৫), ঝরা পাতার শূণ্য সময় ইত্যাদি।

সৈয়দা সাত্তার: জন্ম: ১৯৫৪ সালে সিলেটে। ১৯৮৯ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে বসবাস

করছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করছেন।
email: sayeasattar@hotmail.com

সৈয়দ হিলাল সাঈফ: ছড়াকার। জন্ম: সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থানার অন্তর্গত সৈয়দপুর গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: হা-হা (ছড়া)

সৈয়দ আফছার: কবি। জন্ম: জগন্নাথপুর থানার সৈয়দপুর গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: ভালোবাসার আচ্ছাদন ও কিছু প্রেম কিছু স্মৃতি।

সৈয়দ আকামত আলী রুবেল: কবি। জন্ম: ১৯৭০ সালের ২২ জানুয়ারি ওসমানীনগর থানার সৈয়দ মান্দারুকা গ্রামে। পেশায় ব্যবসায়ি। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাংলা আমার ভালোবাসা (১৯৯২)।

সৈয়দ বেলাল আহমেদ: কবি, ছড়াকার ও সাংবাদিক। জন্ম: ১৯৬১ সালের ১৭ মার্চ জগন্নাথপুর উপজেলার সৈয়দপুর গ্রামে। ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। লন্ডন বারা অব টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের একজন মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশন অফিসার হিসাবে কর্মরত আছেন।

হ.

হাসনাত মোহাম্মদ আনোয়ার: গীতিকবি। জন্ম: ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি বিশ্বনাথ থানার বড়তলা গ্রামে। দীর্ঘদিন ধরে বিলাতবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: সারমা পারের সুরমা (গীতিকবিতা: ১৯৯০)।

হিরন্ময় ভট্টাচার্য: সাংবাদিক, গবেষক ও রম্যলেখক। জন্ম: ১৯২৫ সালের ২৫ মার্চ সাতক্ষীরা থানার অন্তর্গত ঘরঘলিয়া গ্রামে। ১৯৫৫ সালে থেকে লন্ডনবাসী। পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। পরবর্তীকালে চাটার্ড ইঞ্জিনিয়ার। বর্তমানে লেখালেখির মাধ্যমে অবসর জীবন-যাপন করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ২৫টিরও বেশী। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: মর্ত্যের অমরাবতী, সপ্তসিন্ধু, মন্দ মধুর, লন্ডনে ফালগুন, লন্ডনের ইস্টএন্ড, ভিকটোরিয়া লজ, লন্ডনের গল্প, রসিক শরৎচন্দ্র, নির্বাসিত সাহিত্য (১৯৯২), ভারতে বিপ্লববাদ ও টেগার্ট, রাজ এন্ড লিটারেচার, রসিক বিদ্যাসাগর (২০০০), রসিক ফজলুল হক (২০০২) রসিক

সুভাষচন্দ্র (১৯৯৮), রসিক রবীন্দ্রনাথ (১৯৯৬) রসিক গান্ধী মহারাজ (২০০২) ইত্যাদি।

হিরণ বেগ: লেখক ও গীতিকার। জন্ম ২৫ নভে'র ১৯৫৫ সালে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলায়। যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন ১৯৬৭ সাল থেকে। তাঁর লেখা গানে কণ্ঠ দিয়েছেন এবং সুরারোপ করেছেন বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যে বরণ্যে শিল্পি ও সুরকার। অনেকের মধ্যে প্রয়াত সত্যসাহা, ইমন সাহা, বাপ্পী লাহেড়ী, আলাউর রহমান, মোস্তফা চেধুরী, ইফফাত আরা খানম, হিমাংশু গোস্বামী, ডক্টর ফজল মাহমুদ, ফকির আলমগির, আলম আরা মিনু, মনোয়ার হোসেন টুটুল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া অনেকের তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। কিন্তু তাদের বিলাতে সাহিত্যাঙ্গনে তাদের সরব উপস্থিতি রয়েছে। তাদের অনেকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: মাহফুজা রহমান, হেলাল উদ্দিন, রব দেওয়ান সৈয়দ, মোহাম্মদ শরীফুজ্জামান, সামিনা চৌধুরী মনি, সাইম খন্দকার হাসিব, ব্রানডেন সিরাজ, বাসেরা ইসলাম রেখা, মোঃ ফজলুল করিম, আবুল হোসেন আসাদ, নুরুন্নাহার চৌধুরী শিরিন, এম. এ. মান্নান খান, বদরুজ্জামান বাবুল, সামসুল হক এহিয়া, সেলিম আহমদ নানু, সৈয়দ গোলাম দস্তগীর নিশাদ, মোঃ সামসুল হক শাহ আলম, সালাউদ্দিন শাহীন, মোহাম্মদ শরীফুজ্জামান, রহমত আলী পাতনী, খুরশিদ জাহান, শরীফা মান্নান, জামিল সুলতান, আবু সাঈদ আনসারি, আফরোজা আলী, কিশোর নিলান্ত, মাহমুদ হাসান, সাদ মিয়া, সুফিয়া নুরজ।

শা মী ম শা হা ন

বিলাতে বাংলা সংবাদ ও সাময়িকপত্র

বিলাতে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশনা শুরু হয়েছিল ১৯১৬ সালের ১ নভেম্বার। এটি ছিল একটি পাক্ষিক। নাম সত্যবাণী। তবে এটি পুরোপুরি বাংলা ছিল না। ছিল মাল্টিলিংগুয়াল ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র কাগজ। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজী ও তামিল ভাষায় এটির বিষয়বস্তু লেখা থাকতো। ব্রিটিশ লাইব্রেরির ক্যাটালগে এটি বাংলা সংবাদ ও সাময়িকপত্রের অন্তর্ভুক্ত বিধায় আমরা কাগজটিকে বাংলা সংবাদপত্র বলে দাবি করি। এই দাবির পেছনে আরেকটি কারণ এর মূল্যমানও বাংলায় – এক আনা। সত্যবাণীর কাগজটিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের বীরত্ব ও বিজয় সংবাদ, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন জনহিতকর কার্যক্রম, যুদ্ধে ভারতবাসীর কৃতিত্ব ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কিত ছবি দিয়ে এর নীচে প্রথমে বাংলা, পরে ইংরেজী এবং শেষে হিন্দী ও তামিল ভাষায় ছবির বিষয়বস্তু লেখা থাকতো। কাগজটি ১৯১৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিয়মিতভাবে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় পত্রিকাটি নাম ছিল সাপ্তাহিক জগৎবার্তা। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০-এর ১৭ অক্টোবার, শাহ জাহান মসজিদ, ওকীং, সারে, ইংল্যান্ড থেকে। প্রকাশক মুসলিম সোসাইটি ইন গ্রেইট ব্রিটেন। এটি মসজিদ ভিত্তিক কাগজ হলেও ইসলামী কোনো বিষয় থাকতো না। এর মূল বিষয়বস্তু ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের খবরা-খবর এবং সেই সময়ে ভারতবর্ষের কোথায় কি ঘটছে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নয়নের কি ধরণের পদক্ষেপ নিচ্ছেন, তা কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মিত্র শক্তিকে ভারতবাসী কীভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছেন ইত্যাদি। পত্রিকাটি ১৯৪৬ সালের ২৭ অক্টোবার বন্ধ হয়ে যায়। কাগজটির সম্পর্কে বর্তমান মসজিদ কর্তৃপক্ষ কোনো ধরণের তথ্য দিতে সক্ষম নন এবং এটির বন্ধ হবার কারণ ও জানা যায়নি।

১৯৫০ সালের ১ এপ্রিল পাকিস্তান হাই কমিশান থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতো পাক্ষিক পাকিস্তানী খবর। পত্রিকাটি ১৯৫২ সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। তার পরে আসে পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশানের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সাংবাদিক তাসাদ্দুক আহমদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দেশের ডাক। এভাবে ১৯১৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বি-মাসিক, ত্রৈমাসিক মিলে প্রায় ১১০টি সংবাদ ও সাময়িকপত্র একে একে যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত হয়। এগুলো হলো: পাক্ষিক সত্যবাণী (১৯১৬), সাপ্তাহিক জগৎ-বার্তা (১৯৪০), পাক্ষিক পাকিস্তানী খবর (১৯৫০), দেশের ডাক (১৯৫৪),

মাসিক আমাদের দেশ (১৯৬০), ত্রৈ-মাসিক দেশ-বিদেশ (১৯৬০), মাসিক সংবাদ (১৯৬০), মাসিক মুসলিম (১৯৬৩), মাসিক চলার পথে (১৯৬৩), মাসিক পূর্ব বাংলা (১৯৬৪), মাসিক বৈদেশিক সংবাদ (১৯৬৭), ত্রৈ-মাসিক দর্পণ (১৯৬৮) মাসিক শিখা (১৯৬৮), সাপ্তাহিক জাগরণ (ম্যানচেষ্টার: ১৯৬৮), মাসিক মশাল (১৯৬৮), সাপ্তাহিক জনমত (১৯৬৯), মাসিক দিশারী (১৯৬৯), মাসিক পদ্মা (১৯৬৯), দ্বি-মাসিক সাগরপারে (১৯৭০), পাক্ষিক বিদ্রোহী বাংলা (১৯৭১), সাপ্তাহিক জয় বাংলা (লিডস: ১৯৭১), স্বাধীন বাংলা (১৯৭১), রণাঙ্গন (১৯৭১), মাসিক বাংলার কথা (১৯৭১), সাপ্তাহিক মুক্তি (১৯৭১), জয় বাংলা (লন্ডন: ১৯৭১), পাক্ষিক গণযুদ্ধ (১৯৭১), সাপ্তাহিক জন্মভূমি (১৯৭১), সাপ্তাহিক প্রলয় (১৯৭১), সাপ্তাহিক বাংলা দেশ (১৯৭১), বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা (১৯৭১), মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১), সাপ্তাহিক সংগ্রাম (১৯৭১), সাপ্তাহিক বলাকা (১৯৭২), সাপ্তাহিক বাংলা খবর (১৯৭৩), সাপ্তাহিক বাংলার ডাক (১৯৭৩), পাক্ষিক আগামী বাংলা (১৯৭৩), সাপ্তাহিক প্রবাসী (১৯৭৪), সাপ্তাহিক বাংলার কথা (১৯৭৪), সাপ্তাহিক আওয়াজ (১৯৭৪), সাপ্তাহিক জাগরণ (লন্ডন: ১৯৭৬), সাপ্তাহিক বাংলার ডাক (১৯৭৬), দ্বি-মাসিক সেতুবন্ধ (১৯৭৬), সাপ্তাহিক জনতা (১৯৭৬), সাপ্তাহিক বাংলাদেশ (১৯৭৬), সাপ্তাহিক সুরমা (১৯৭৮), লন্ডন বার্তা (১৯৭৯), সাপ্তাহিক সোনার বাংলা (১৯৭৯), ত্রৈ-মাসিক প্রবাসী সমাচার (১৯৭৯), পাক্ষিক বাঙালি সমাচার (১৯৮০), সাপ্তাহিক অধিকার (১৯৮০), মাসিক দেশবার্তা (১৯৮০), সাপ্তাহিক দেশ (১৯৮০), সাপ্তাহিক বজ্রকণ্ঠ (১৯৮১), মাসিক দাওয়াত (১৯৮২), মাসিক যুববার্তা (১৯৮২), মাসিক সূর্যমুখী (১৯৮৪), দ্বি-মাসিক নারী সংগ্রাম (১৯৮৪), সাপ্তাহিক প্রকাশ (১৯৮৪), মাসিক রূপসী বাংলা (১৯৮৪), সময় (১৯৮৫), মাসিক সংলাপ (১৯৮৫), ত্রৈ-মাসিক অঙ্গীকার (১৯৮৫), সাপ্তাহিক নতুন বাংলা (১৯৮৬), মাসিক রেস্তোঁরা (১৯৮৭), সাপ্তাহিক নতুন দিন (১৯৮৭), মাসিক সংহতি (১৯৮৯), দ্বি-মাসিক যোগাযোগ (১৯৮৯), সাপ্তাহিক প্রবাসী (১৯৮৯), সাপ্তাহিক নতুন দেশ (১৯৯০), সাপ্তাহিক সুর (১৯৯০), দেশ-বিদেশ (১৯৯০), মাসিক শাপলা (১৯৯১), মাসিক সমাজ চেতনা (১৯৯১), মাসিক আবাহন (১৯৯১), সাপ্তাহিক পূর্বদেশ (১৯৯২), মাসিক জেদ (১৯৯২), সাপ্তাহিক সোনার বাংলাদেশ (১৯৯২), মাসিক প্রত্যাশা (১৯৯৩), দৈনিক বাংলা (১৯৯৩), মাসিক প্রবাস (১৯৯৪), মাসিক লন্ডন বিচিত্রা (১৯৯৪), সাপ্তাহিক সিলেটের ডাক (১৯৯৬), পাক্ষিক শিরোনাম (১৯৯৬), মাসিক আল হিলাল (১৯৯৭), সাপ্তাহিক পত্রিকা (১৯৯৭), সাপ্তাহিক সালাম বাংলাদেশ (১৯৯৭), ত্রৈ-মাসিক নব দিগন্ত (১৯৯৮), মাসিক আলোর পথ (১৯৯৮), মাসিক শিকড় (১৯৯৮), ইসলামিক সমাচার (১৯৯৮), ত্রৈ-মাসিক স্পাইস বিজনেস

(১৯৯৮), মাসিক ভিলেজ ডাইজেষ্ট (১৯৯৯), মাসিক দর্পণ (২০০০), মাসিক মিলেনিয়াম (২০০০), মাসিক প্রকাশ (২০০১), বাংলা টাউন সংবাদ (২০০১), সাপ্তাহিক ইউরো-বাংলা (২০০১), সাপ্তাহিক হিজরত (২০০১), সাপ্তাহিক বাংলা এক্সপ্রেস (২০০২), দৈনিক বাংলাদেশ (২০০২), ত্রৈ-মাসিক কারী লাইফ (২০০৩), সাপ্তাহিক বাংলাদেশ (২০০৪), সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট (২০০৩) সাপ্তাহিক বাংলা কাগজ (২০০৪), সময় (২০০৪) ও সাপ্তাহিক লন্ডন বাংলা (২০০৭), পাক্ষিক ব্রিকলেন (২০০৭), ত্রৈমাসিক তৃতীয়ধারা (২০০৬), ত্রৈ-মাসিক বৈভব (২০০৭), পাকিক্ষক জনসেবা (২০০৮)। মোট ১১০টি বাংলা কাগজ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লিখিত সংবাদ ও সাময়িকপত্রগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকে কেন্দ্র করে। সাহিত্যের কাগজগুলোর মধ্যে ত্রৈ-মাসিক সাগর পারে ছিল সবচেয়ে দীর্ঘজীবী বাংলা সাহিত্য পত্রিকা। এটি ১৯৭০ সালের ৩১ মে প্রকাশিত হয়ে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের মধ্যে জনমত হচ্ছে দীর্ঘজীবী। ১৯৬৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া স্বল্পায়ু হলেও লন্ডন থেকে দুটি দৈনিক বাংলা কাগজও প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে দৈনিক দেশবার্তা ১৯৯৫-এর ১২ জুন থেকে ১৯৯৬-এর ১৬ অক্টোবার পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় দৈনিকটি ছিল আহমদ এ.মালিকের সম্পাদনায় প্রকাশিত দৈনিক বাংলাদেশ। পত্রিকাটি ২০০২-এর ২৯ জুলাই থেকে ২০০৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত নিয়মিভাবে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে ইংল্যান্ড থেকে সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক মিলিয়ে ১৪টি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে লন্ডন থেকে জনমত, সুরমা, নতুন দিন, পত্রিকা, ইউরো বাংলা, বাংলা পোস্ট, বাংলা মিরর, বাংলাদেশ, লন্ডন বাংলাসহ মোট ৯টি সাপ্তাহিক, বার্মিংহাম থেকে মাসিক মিলেনিয়াম ও বাংলাকাগজ এবং ওল্ডহাম থেকে পাক্ষিক জনসেবা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও লন্ডন থেকে ত্রৈমাসিক তৃতীয়ধারা এবং চেশায়ার থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ত্রৈ-মাসিক ম্যাগাজিন বৈভব।

পত্রিকাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

সাপ্তাহিক জনমত: এটি ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সবচেয়ে দীর্ঘজীবী বাংলা সাপ্তাহিক। পত্রিকাটি ১৯৬৯ সালের ২১ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফ, ফজলে রাব্বী মাহমুদ হাসান, আনিস আহমদ ও এ. জেড. শাহ-এর

মালিকানাধীনে জনমত পাবলিশার্স-এর পক্ষে আনিস আহমদ কর্তৃক ৩০৩ ব্রিকসটন রোর্ড, লন্ডন এস.ডব্লিই৯ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালীন সময় থেকে বর্তমান ২০০৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এটির সম্পাদনার সাথে জড়িত ছিলেন: ফজলে রাব্বী, মাহমুদ হাসান, এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফ, আনিস আহমদ, কাদের মাহমুদ, সৈয়দ সামাদুল হক, নবাব উদ্দিন ও সৈয়দ নাহাস পাশা।

বিভিন্ন সময় জনমতের সাথে জড়িতদের মধ্যে ছিলেন: ড. মিজানুর রহমান শেলী, কাদের মাহমুদ, ফ. ম. কবির, মঞ্জুর মোর্শেদ, শিল্পী আব্দুর রউফ, লায়লা চৌধুরী, আশরাফুল কাদের রুনু, দানেস আহমদ, অ্যাডভোকেট হারুনুর রশীদ, মুসলেম উদ্দিন, তফাজ্জুল হোসেইন, হিরণ বেগ, মোস্তাক আহমদ, সয়কা সুলতানা, এস. এস.অ ালম চৌধুরী, সরোয়ার আলম, মাহবুবুর রশীদ, মিনার মাহমুদ, কে.এম.আবু তাহের চৌধুরী, সুজাত মনসুর, মাসুদা ভাট্টি, মাহবুবুর রহমান ও সায়েম চৌধুরী প্রমুখ। বর্তমানে জনমতের পরিবারের সদস্যরা হলেন: প্রধান সম্পাদক: সৈয়দ নাহাস পাশা, সম্পাদক: নবাব উদ্দিন, বার্তা সম্পাদক: মুসলেহ উদ্দিন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর: আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, সিনিয়র ষ্টাফ রিপোর্টর: ইসহাক কাজল ও সার্কুলেশন ম্যানেজার আব্দুল মুহিত রাশু।

সাপ্তাহিক সুরমা: এটি ১৯৭৮ সালের ২০ মে বশির আহমদের সম্পাদনায় ৭৩ প্যাডস্টো হাউস, গিল স্ট্রীট, লন্ডন ই-১৪ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৮৫ সালের ৩০ অগাস্ট বসির আহমদের মৃত্যুর পর সম্পাদনায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন তারই স্ত্রী মিসেস আয়েশা আহমদ। তার পর একে এক পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডা. ফজল মাহমুদ, নজরুল ইসলাম বাসন, মোহাম্মদ বেলাল আহমদ, মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী।

বিভিন্ন সময় এ পত্রিকাটির সাথে জড়িত ছিলেন: কবি শহীদ কাদরী, আকবর আমীন বাবুল, ধীরেন বসু, আনোয়ারা ইসলাম, মাহবুবুর রশীদ, হারুনুর রশীদ টিপু, মান্না হক, শহীদুল্লাহ, অজয় পাল, মহিউদ্দীন শীরু, রহিমা বেগম, আনোয়ারা বেগম, আব্দুল বাসিত, নুরুল ইসলাম, শিরিন আক্তার, সুসান্ত সেন, ফেরদৌস আহমদ, ফারুক ফয়সল, সরোয়ার আহমদ, আ. মা. নেসওয়ার, মিন্টু গোস্বামী, ফয়জুল কবির দিলু, এ. গনি, এহসানুল হক, কলবা আলী, ড.রেণু লুৎফা, রহমত আলী, ফারুক যোশী, শামীম শাহান প্রমুখ। বর্তমানে সুরমা পরিবারের সদস্যরা হলেন: অনারারী এডিটর: মিসেস আয়েশা বেগম, চীফ এডিটর: মোহাম্মদ বেলাল আহমদ, এডিটর: সৈয়দ মনসুর উদ্দিন, লিটারারী এডিটর: আহমদ ময়েজ, ডিজাইনার রেজাউল আলম নান্টু, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর: সার্জ আহমদ।

সাপ্তাহিক নতুন দিন: এটি ১৯৮৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বার বে অব বেঙ্গল অ্যালাইড প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোম্পানী লি. কর্তৃক আব্দুল গাফফার চৌধুরীর সম্পাদনায় পূর্ব লন্ডনের ষ্টেপনীগ্রীনস্থ ১০ নং উইকাম হাউস হাউস থেকে ট্যাবলয়েড সাইজের ১৬ পৃষ্ঠার কাগজ হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে মুহিব উদ্দিন চৌধুরী মুহিতের সম্পাদনায় কাগজটি প্রকাশিত হচ্ছে। নতুন দিনের সম্পাদনা পরিষদে রয়েছেন: চেয়ারম্যান অব দ্য এডিটরিয়াল বোর্ড: কে.এস.মতিন, চীফ এডিটর: গোলাম কাদের, এডিটর: মহিব উদ্দিন চৌধুরী, ডেপুটি এডিটর: সৈয়দ ফারুক, এক্সিকিউটিভ এডিটর: তাইসির মাহমুদ, নিউজ এডিটর: সৈয়দ আব্দুল কাদির।

সাপ্তাহিক পত্রিকা: ১৯৯৭ সালের ২৮ মে আহমেদ উস সামাদ চৌধুরীর সম্পাদনায় সামাদ পাবলিকেশান ইউ.কে.লি., কর্তৃক ২১০ ইউকাম হাউস, ১০ ক্লিলিল্যান্ড ওয়ে লন্ডন ই-১ থেকে ১৬ পৃষ্ঠার ব্রডশিট কাগজ হিসেবে প্রথম প্রথম প্রকাশিত হয়। সত্যবাণীর পরে এটাই বিলাতের বাংলা ব্রডশিট পত্রিকা।
২০০৮-এর ৫ অগাস্ট আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী দীর্ঘ ১২ পরিচালনার পর এমদাদুল হক চৌধুরীর নিকট পত্রিকাটির সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পন করেন। সে থেকে কাগজটির সার্বিক দায়িত্বে আছেন মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী। বর্তমানে এটির সম্পাদনা পরিষদে রয়েছেন: সম্পাদক: মোহাম্মদ এমাদুল হক চৌধুরী, বার্তা-সম্পাদক: কামাল হোসেন মেহেদী, ফিচার সম্পাদক: ইমতিয়ার শামীম, আর্ট এডিটর: মেহেদী হোসেন সুমন, সাব-এডিটর: মতিউর রহমান চৌধুরী ও ডিজাইনার মাসুম মিয়া।

স্পাইস বিজনেস: একটি ত্রৈ-মাসিক দ্বি-ভাষিক ম্যাগাজিন। এটি ১৯৯৮ সালের অক্টোবার মাসে এনাম আলী কর্তৃক 211 Fairtree Road, Drift Bridge, Epsom, Surrey থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন এটির বাংলা বিভাগের সাথে জড়িত ছিলেন শফিকুর রহমান। ম্যাগাজিনটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে এটির বাংলা বিভাগের সাথে জড়িত আছেন গোলাম মোস্তফা ফারুক।

দর্পণ: ১৯৯৯ সালে নভে'ার মাসে প্রবাস দর্পণ নামে, ২২ ব্রিক লেইন, লন্ডন ই-১ থেকে রহমত আলীর সম্পাদনায় মাসিক ম্যাগাজিন হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে স্থান পরিবর্তন করে দর্পণ মিডিয়া সার্ভিস, ৩৭/সি, প্রিন্সলেট স্ট্রীট (ইউনিট-সি), অব ব্রিক লেইন, লন্ডন ই-১ ঠিকানায় স্থনান্তরিত হয়। বর্তমানে কাগজটির কর্মকর্তারা হচ্ছেন: প্রধান

সম্পাদক: মোহাম্মদ এলাইস মিয়া মতিন, সম্পাদক: রহমত আলী ও প্রোডাকশন ম্যানেজার: নজরুল ইসলাম সেলিম।

মিলেনিয়াম: এটি বার্মিংহাম থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক ম্যাগাজিন। কাগজটি সাংবাদিক মাহবুব হোসেনের সম্পাদনায় ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১০৩৯ Stratford Road, Halgreen, Birmingham থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ম্যাগাজিনটির সাথে জড়িত আছেন: সম্পাদক: মাহবুব হোসেন, প্রডাকশন এডিটর: মোহাম্মদ হরমুজ আলী এবং ফটোগ্রাফার: এল.রহমান লুকু। বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সাঈম চৌধুরী ও আমিনা আলী।

সাপ্তাহিক ইউরো-বাংলা: কাগজটি সাঈদ চৌধুরীর উদ্যোগে এবং আহমদ এ. মালিকের সম্পাদনায় ১১৭ হোয়াইটচ্যাপল রোড, লন্ডন ই-১ থেকে ২০০১-এর ২১ অগাস্ট ৩৬ পৃষ্ঠার সাপ্তাহিক হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশকালীন সময়ে পত্রিকাটির সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন: প্রধান সম্পাদক: কে. এম. আবু তাহের চৌধুরী, সম্পাদক: আহমদ এ. মালিক, ম্যানেজিং এডিটর: সাঈদ চৌধুরী, সাব এডিটর: শফি আহমেদ ও বদরুজ্জামান বাবুল, প্রোডাকশন:ফয়সল চৌধুরী, জে. ইউ. আহমেদ সালেহ ও মনসুর আহমেদ। বর্তমানে (২০০৯) এটির সম্পাদনায় আছেন: সম্পাদক: আব্দুল মুনিম জায়েদী ক্যারল, এক্সিকিউটিভ এডিটর: কামাল শিকদার, সাব এডিটর: আবকর হোসেন এবং ষ্টাফ রিপোর্টর: বদরুজ্জামান বাবুল।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ: ২০০২ সালের ২৯ জুলাই প্রকাশিত দৈনিক বাংলাদেশ পত্রিকাটি ২০০৩ সালের জুন মাসে বন্ধ হয়ে যাবার পর এটির সম্পাদক আহমেদ এ. মালিক ২০০৪ সালের ৪মে থেকে কাগজটিকে বিনামূল্যের সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশ করেন। এটাই বিলাতের প্রথম বিনামূল্যের সাপ্তাহিক পত্রিকা। বর্তমানে (২০০৯)পত্রিকাটির সম্পাদনা পরিষদে আছেন: প্রধান সম্পাদক: আহমদ এ. মালিক, সম্পাদক: শেখ মোজাম্মেল হোসেন কামাল, সহকারি সম্পাদক: মোহাম্মদ সোবহান ও মোহাম্মদ ইকবাল, বার্তা সম্পাদক: কয়েস আলী এবং বিজ্ঞাপন বিভাগে রয়েছেন: মোহাম্মদ তোয়াহিদ।

কারি লাইফ: এটি একটি দ্বি-ভাষিক ত্রৈ-মাসিক ম্যাগাজিন। কাগজটি ২০০৩ সালের মার্চ মাসে আজাদ হোসেনের সম্পাদনায় মিডিয়া রিপাবলিক কর্তৃক, ২১এ, ইউকাম হাউস,

লন্ডন ই-১ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন এটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন শেরওয়ান চৌধুরী। উল্লেখ্য যে, ম্যাগাজিনটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন, সৈয়দ নাহাস পাশা, শেরওয়ান চৌধুরী, আজাদ হোসেন, সৈয়দ বেলাল আহমদ ও মাহবুবুর রহমান। তৃতীয় সংখ্যা (জুলাই-অগাস্ট ২০০৩) থেকে এটির সম্পাদনা পরিষদে পরিবর্তন আসে। তখন এডভাইজারি এডিটর হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন: সৈয়দ নাহাস পাশা, এডিটর ইন চীপ: শেরওয়ান চৌধুরী এবং সম্পাদকের দায়িত্ব পান মাহবুবুর রহমান। পরবর্তীকালে সেপ্টেম্বার-অক্টোবার সংখ্যা ২০০৪ থেকে সম্পাদনা পরিষদে আবারও পরিবর্তন আসে। তখন থেকে শেরওয়ান চৌধুরী চেয়ারম্যান অব দ্য গ্রুপ, সৈয়দ নাহাস পাশা চীফ এডিটর, সৈয়দ আহমদ এডিটর এবং মাহবুব রহমান এক্সিকিউটিভ এডিটর হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ২০০৫ সালের জুন-জুলাই সংখ্যা থেকে শেরওয়ান চৌধুরী ও মাহবুব রহমান একযোগে পদত্যাগ করেন। ফলে কারি লাইফ পরিবারে বর্তমান কর্মকর্তারা হচ্ছেন: প্রধান সম্পাদক: সৈয়দ নাহাস পাশা, সম্পাদক: সৈয়দ আহমদ এবং নিউজ ও ফিচার সম্পাদক: জি. ডি. গোবিন্দর।

সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট: ২০০৩ সালের ৩ অক্টোবার ননস্টপ মিডিয়া কর্তৃক মীর্জা জিল্লুর রহমানের সম্পাদনায় বো-হাউস, ১৫৩-১৫৯ বো রোড, লন্ডন ই-৩ থেকে প্রকাশিত হয়। তখন পত্রিকাটির সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন: প্রধান সম্পাদক: তাজ চৌধুরী, সম্পাদক: মীর্জা জিল্লুর রহমান, বার্তা-সম্পাদক: তারেক চৌধুরী। অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন: তাবাসসুম ফেরদৌস, রিয়াজ মনোয়ার, শামসুর চৌধুরী ও নুরুল আমীন।
২০০৬ সালে তাজ চৌধুরী পত্রিকাটি বিক্রি করে দিলে নতুন মালিকানাধীনে একই সালের ১২ মে থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে এর সম্পাদনা পরিষদে রয়েছেন: চীফ এডিটর: কে.এম.আবু তাহের চৌধুরী, সম্পাদক: তারেক চৌধুরী, বার্তা সম্পাদক: তোয়াহিদ চৌধুরী, সাহিত্য-সম্পাদক: শিহাবুজ্জামান কামাল, বিশেষ প্রতিনিধি: মতিয়ার চৌধুরী, প্রতিবেদক: সিদ্দীকুর রহমান নির্ঝর, চীফ এক্সিকিউটিভ: তাজ চৌধুরী।

বাংলা কাগজ: এটি মিডল্যান্ড থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক কাগজ। পত্রিকাটি ২০০৪ সালের মার্চ মাস থেকে Sir Harry's Road, Edgbaston, Birmingham থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। সম্পাদনা বিভাগে রয়েছেন: সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি: আবুল কালাম আজাদ, প্রধান সম্পাদক: শেখ মোহাম্মদ ইলিয়াস ও সম্পাদক: নজরুল ইসলাম।

সময়: এটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা মাসিক ম্যাগাজিন। কাগটি ২০০৪-এর অক্টোবার মাসে সাঈদ চৌধুরীর সম্পাদনায় মিডিয়া মহল, ৬৩বি, গ্রীন ড্রাগন ইয়ার্ড, লন্ডন ই-১ থেকে প্রথম প্রকাশিত। কয়েক মাস নিয়মিভাবে প্রকাশের পর ৩৮ এলএমসি বিজনেস ইউং ৩৮-৪৪ হোয়াইটচ্যাপল রোড ই-১ ঠিকানায় চলে যায়। এই ঠিকানায় আসার কয়েক মাস পর থেকে এটি ২০০৮-এর অগাস্ট পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে অনলাইন পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে।

সাপ্তাহিক লন্ডন বাংলা: ২০০৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বার ১২৪ হোয়াইটচ্যাপল রোড, লন্ডন ই-১ থেকে শাহ ইউসুফের সম্পাদনায় বিনামূল্যের কাগজ হিসেবে প্রকাশিত হয়। তখন আব্দুল হাই সঞ্জু এক্সিকিউটিভ-এডিটর ও মতিউর রহমান চৌধুরী বার্তা-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সম্পদনা বিভাগে যারা রয়েছেন: সম্পাদক: শাহ ইউসুফ (শাহজাদ), এক্সিকিউটিভ সম্পাদক: এমদাদ রহমান, ম্যানেজিং: আব্দুশ শুকুর খালিসদার, নিউজ এডিটর: তওহিদ আহমদ, পলিটিক্যাল এডিটর: ফরহাদ হোসেইন, ফিচার এডিটর: সাবিয়া কামাল, অফিস ম্যানেজিং: আনিছ রহমান।

তৃতীয়ধারা: এটি একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্যের কাগজ। ২০০৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদনায় রয়েছেন আকাশ কাজল। যা নিয়মিত ত্রৈমাসিক হিসেবে বের হচ্ছে।

বৈভব: এটি একটি ত্রৈ-মাসিক ম্যাগাজিন। কাগজটি ফারুক যোশীর সম্পাদনায় ২০০৭ সালের অক্টোবার মাসে 163 Market Street, Hyde, Cheshire, SK14 1HJ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। কাগজটি এখনো নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

জনসেবা: এটি একটি পাক্ষিক টেবলয়েট ফ্রি পত্রিকা। পাক্ষিকটি গ্রেটার ম্যানচেষ্টারের ওল্ডহাম থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। সম্পদনা পরিষদের চেয়ারপারসন হালিমা বেগম, সম্পাদক মোঃ শহিদ মিয়া, এক্সিকিউটিভ এডিটর মোহাম্মদ আফজল রাব্বী, সাব এডিটর ও মার্কেটিং ম্যানেজার এম আহমদ, নিউজ এডিটর দিলওয়ার হোসেন, সঞ্চিতা পারভীন প্রমুখ।

তথ্য সূত্র:

১। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা গ্রন্থ, লেখক ফারুক আহমদ;
২। লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ও অন্যান্য।

বিলাতের বাংলা টেলিভিশন

বাংলাভাষার প্রচারে প্রবাসে বর্তমানে ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিশেষ করে টেলিভিশন চ্যানেল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যুক্তরাজ্য সহ ইউরোপে বাংলা স্যাটালাইট চ্যানেলগুলো বাংলা সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের লক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। সময় কালের ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে চ্যানেলগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলা টিভি

যুক্তরাজ্য ও ইউরোপ প্রবাসী বাংলাভাষী দর্শকদের জন্য ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে বহুল প্রত্যাশার অবসান ঘটিয়ে সর্বপ্রথম বাংলা চ্যানেল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলা টিভি। লক্ষ লক্ষ প্রবাসী বাঙালির কাঙ্খিত চ্যানেলটির প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিলেন গোলাম দস্তগীর নিশাদ। চ্যানেলটির প্রতিষ্টাতা চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন আব্দুল কাদির। তারপর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন সময়ে চ্যানেলের ব্যবসস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ সামাদুল হক প্রমূখ।

বাংলা টিভির বর্তমান চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বে রয়েছেন ফিরোজ খাঁন এবং চ্যানেলটির বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বে কর্মরত আছেন শামসুল আলম লিটন, মোহাম্মদ আলি, সারওয়ার হোসেন মিলু, লায়লা বানু, উর্মি মাজহার, রবিন হায়দার খাঁন, ময়নুল হুসেন মুকুল, রুপি আমিন, কান্তা মাসুদ, শুভ ও ফারহাদ হোসেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন। বাংলা টিভি যে সকল জনপ্রিয় অনুষ্টানের মাধ্যমে দর্শকদের কাছাকাছি যেতে সক্ষম হয়েছে তার মধ্যে উর্মি মাজহারের উপস্থাপনায় ফ্রাইডে প্লাস, শামসুল আলম লিটনের উপস্থাপনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভিন্নধর্মী অনুষ্টান 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' আব্দুস সামারের উপস্থাপনায় যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র বিষয়ক বিশেষ অনুষ্ঠান 'সাম্প্রতিক' এবং ড: জাকির উল্লার স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্টান 'লাইফ ফর লাইফ'। বর্তমানে বাংলা টিভি স্কাই ৭৮৬ নাম্বারে সম্প্রচারিত হচ্ছে।

চ্যানেল এস

যুক্তরাজ্যে স্যাটেলাইট চ্যানেল হিসাবে বংলাভাষী প্রবাসীদের জন্য নতুন দোয়ার খুলে দেয় 'চ্যানেল এস'। ফ্রি চ্যানেল হিসাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ২০০৪ সালের জুলাই মাসে বৃটেন সহ সমগ্র ইউরোপে চ্যানেল এস সম্প্রচার শুরু করে। প্রতিষ্টাতা চেয়ারম্যান মাহি ফেরদৌ জলিল এবং চিপ এক্সিকিউটিভ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন রফিকুজ্জান।

তারপর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হোন ড: ফজল মাহমুদ তাছাড়াও ডাইরেক্টর অব কমিউনিকেশন্স হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী শুয়েব। সম্প্রতি চ্যানেলের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী (জেপি), এবং প্রধান নির্বাহী পরিচালকের হিসাবে দায়িত্বে রয়েছেন তাজ চৌধুরী। তাছাড়াও বিভিন্ন বিভাগে যারা কর্ম পরিচালনায় নিয়োজিত আছেন: গোলাম রসুল (হেড অব প্রডাকশন্স), আব্দুল হাই সঞ্জু (নিউজ এডিটর), কামরুল হাসান (ভিডিও এডিটর), রাজিব দে মান্না (ভিডিও এডিটর), হাবিব, আহাদ, (প্রোডকসন্স), আপেল মাহমুদ (প্রোডকসন্স) এবং মোহামমদ জুবায়ের (প্রধান সংবাদ রিপোর্টার)।

উপস্থাপক হিসাবে দায়িত্বে রয়েছেন যথাক্রমে: ফারহান মশুদ খাঁন (অভিমত), বারিষ্টার তারেক চৌধুরী (অভিমত), বারিষ্টার রেজওয়ান হুসেন (চ্যারিট), এমদাদুল হক চৌধুরী (ফেয়ার ভিউ), পাশা খন্দকার (জিজ্ঞাসা), কে এম আবু তাহের চৌধুরী সিংকাপনী (ফিরে দেখা), হেনা (অনন্যা), সাহনাজ সুলতানা (রান্নাবান্না), শাহ ইউসুফ (আইন আদালত)।

সংবাদ পরিবেশনার দায়িত্বে রয়েছেন যথাক্রমে: তৌহিদুল আলম শাকিল, শহিদুল ইসলাম সাগর, লুৎফুন নাহার বেবি, ডা: জাকি রেজওয়ানা, সৈয়দ আফছার উদ্দিন মিঠু উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে চ্যানেলটি স্কাই ৮১৪ নাম্বারে সম্প্রচারিত হচ্ছে।

চ্যানেল আই

যুক্তরাজ্যে স্যাটালাইট চ্যানেল হিসাবে বাংলা ভাষার প্রতিনিধিত্বকারী আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হচ্ছে চ্যানেল আই। সরাসরি সম্প্রচারিত স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এই চ্যানেলের প্রধান নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী। ইতিপূর্বে চ্যানেলটি যুক্তরাজ্যের একটি অবাঙালি সংস্থা খন্ডকালীন সময় সম্প্রচার শুরু করলেও বেশিদিন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারেনি। বর্তমান ব্যবস্থাপনায় চ্যানেল আইয়ের সম্প্রচার শুরু হয় ২০০৭ সালের সেপ্টে'র মাসে। বাংলাদেশের প্রোগ্রামগুলোই মুলত: সম্প্রচার হলেও ইউরোপ ও যুক্তরাজ্যের সংবাদ নিয়ে 'আমাদের সংবাদ' শিরোনামে পরিবেশনাটি উল্লেখযোগ্য একটি ভুমিকা পালন করছে।

বর্তমানে চ্যানেলটির সাথে সৈয়দ তানভির আহমদ (নিউজ এডিটর), শাহরিয়ার হাসিব অয়ন (ক্যামেরাম্যান), শাহীন (ভিডিও এডিটর), পথিক (ট্রান্সমিশন) বিভাগে কর্মরত আছেন। বর্তমানে চ্যানেলটি স্কাই ৮২৬ নাম্বারে সম্প্রচারিত হচ্ছে।

এটিএন বাংলা (ইউকে)

২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ইউকে ইউরোপে সম্প্রচার শুরু করে। যুক্তরাজ্যে চ্যানেলটি একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। ডক্টর মাহফুজুর রহমান চেয়ারম্যান, মাহি ফেরদৌস জলিল ভাইস চেয়ারম্যান ও হাফিজ আলম বক্স ব্যবস্থাপনা পরচালক হিসাবে দায়িত্বে রয়েছেন। তাছাড়াও সাম কোরেশী (হেড অব অপারেশন), তানভির হুসেন শামিম (কাষ্টমার রিলেশন ম্যানেজার), আদিল চৌধুরী (বিজনেস ডেভেলাপমেন্ট ম্যানেজার), সুলতানা চৌধুরী (অফিস এডমিন অফিসার), গোলাম মোহাম্মদ পলাশ (ভিডিও এডিটর), এম এ কাদের (লন্ডন প্রতিনিধি), এ জি এম নজমুল হাসান (ট্রান্সমিশন) ও এরশাদ মোহাম্মদ আলমগীর (ট্রান্সমিশন) বিভাগে কর্ম নিয়োজিত রয়েছেন। বর্তমানে চ্যানেলটি স্কাই ৮২৭ নাম্বারে সম্প্রচারিত হচ্ছে।

এনটিভি

সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে সরাসরি সম্প্রচার শুরু করেছে টিভি চ্যানেল 'এন টিভি। চ্যানেলটি বিগত কয়েক বছর আগে যুক্তরাজ্যের আরেকটি চ্যানেলের সহযোগীতায় সম্প্রচার শুরু করলেও তার ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যায়নি। বর্তমানে চ্যানেলটি স্কাই ৮৩৪ না'রে চালু করেছে তাদের সম্প্রচার এবং ইন্টারন্যাশনাল টেলিভিশন চ্যানেল লিমিটেড নামের একটা কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় যুক্তরাজ্যের দফতরের প্রধান নির্বাহী অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন অনিল সেটী। নির্বাহী অপারেশন ডাইরেক্টর হিসাবে নাহিদা রহমান, অপারেশন ইন চার্জ মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান, সিনিওর সেলস্ ম্যানেজার মোহাম্মদ সুহেল আহমদ, প্রোগ্রাম এন্ড ট্রান্সমিশন ইন চার্জ মঈন হাসান ধ্রুব এবং প্রডিসার হিসাবে যথাক্রমে আব্দুল আউয়াল মামুন ও হাসান হাফিজুর রহমান উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করছেন।

বিলাতের বাংলা বেতার

বাংলা ভাষায় প্রথম বেতারের সম্প্রচার যাত্রা শুরু হয় ১৯৪১ সালে বিবিসি ওর্য়াল্ড সার্ভিস-এর মাধ্যমে। তারই ক্রমবিকাশে বিভিন্ন ভাষাভাষি বেতারের মাধ্যমে বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচার হচেচ্ছ। এগুলোর মধ্যে- স্পেকট্রাম, সানরাইজ রেডিও, বেতার বাংলা, বাংলা রেডিও, কিসমত রেডিও উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আরো কয়েকটি রেডিও-র প্রচার চলছে। পর্যাপ্ত তথ্য সংযোজিত করতে পারিনি। আগামীতে বিস্তারিত তথ্য সংযোজন করতে পারবো আশা করি।

বেতার বাংলা:

২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০২ সালের ২২ জুলাই থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত ৩ ঘন্টা সম্প্রচার করে। একমাত্র বেতার বাংলা-ই স্থানীয় শিল্পি, উপস্থাপকদের প্রশিক্ষনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মশালার উদ্যোগ গ্রহণ করে। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বিভিন্ন মিডিয়াতে এসকল কলাকৌশলী কাজ করছেন। বেতার বাংলা ২০০৯ সালের ৩১ মার্চ থেকে প্রতিদিন ২৪ ঘন্টার পরীকক্ষামূলক প্রচার করার উদ্যোগ নিয়েছে। (ব্যান্ড ৮৭.৭ এফএম)। বোর্ড অব ডিরেক্টর গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী (নাজিম) ও মোঃ মাসুদ রহমান। ওয়েব: www.betarbangla.org.uk

আকাশ রেডিও:

২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বার থেকে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। সোম থেকে শুক্রবার ইউকে সময় রাত ১০টা-১২টা পর্যন্ত। আকাশ রেডিও-র বাংলা বিভাগে কাজ করছেন- মিছবা জামাল, শাহাব আহমেদ বাচ্চু, ড. হাসনিন চৌধুরী, সামসুল জাকী স্বপন, আমিনা আলী, সুজিরা চৌধুরী, মাহবুব রহমান খোকন ও জাকারিয়া মুরশেদ। (স্কাই চ্যানেল ০১৬৮)। ওয়েব: www.akashradio.com

বিবিসি রেডিও ল্যাংকেশেয়ার : ১৯৯৫ সালে বাংলা অনুষ্ঠান শুরু করে প্রতি শনিবার ২ঘন্টা প্রচার করে আসছে। যারা কাজ করছেন- অপু চৌধুরী, আঞ্জুমান্দ আরা, তালাত ফারুক প্রমুখ।

সংহতি সাহিত্য পরিষদের কার্যকরী কমিটি

সভাপতি	: ফারুক আহমেদ রনি
সহ সভাপতি	: সেলিম উদ্দিন
সাধারন সম্পাদক	: আবু তাহের
সহ সাধারন সম্পাদক	: সামসুল হক এহিয়া
কোষাধ্যক্ষ	: ইকবাল হোসেন বুলবুল
সহ কোষাধ্যক্ষ	: হেলাল উদ্দিন
সাংগঠনিক সম্পাদক	: সামসুল জাকি স্বপন
সাহিত্য সম্পাদক	: আনোয়ারুল ইসলাম অভি
প্রচার ও প্রকাশনা	: শামীম শাহান
সংস্কৃতিক সম্পাদক	: মিতা তাহের
শিক্ষা সম্পাদক	: ফরিদা ইয়াসমিন জেসি
আইটি ও মিডিয়া	: নোমান চৌধুরী
দপ্তর সম্পাদক	: নজরুল আলম আনাই

সদস্য : মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, হাসান তসদ্দিক রুহেল, মঞ্জলিকা জামালী, আমিনা আলী, সাঈম চৌধুরী, নজমুল ইসলাম, ফারুক মিয়া, সৈয়দা নাজমিন হক, সৈয়দা তুহিন মোহাম্মদ, খাতুনে জান্নাত, শাহ আলম, শেবুল আহমদ।

সংহতি ২১শে বইমেলা ২০০৯ উপ-কমিটি (বাংলাদেশ)

উপদেষ্টা

আব্দুল গাফফার চৌধুরী
রফিক আজাদ
বেলাল চৌধুরী
কাদের মাহমুদ
আমিনুল হক বাদশা

সদস্য

মুস্তফিজ সফি
লাবণ্য প্রভা
শিহাব শাহরিয়ার

ব্যবসস্থাপনা

মাসুদ রানা

সহযোগিতায়

কবিতা মাসুদ
মোহাম্মদ রাসেল আহমেদ
ডি. এম. নাসির (রুবেল)

সংহতি স্টল ডিজাইনার

মনিরুজ্জামান

সংহতির জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন তৎপরতার আলোকে কিছু স্থিরচিত্র

etry for peace
etry Festival 2008, Londo
August 2008, Sund
London E1
ati Literary

Poetry for peace
Bengali Poetry Festival 2008, London

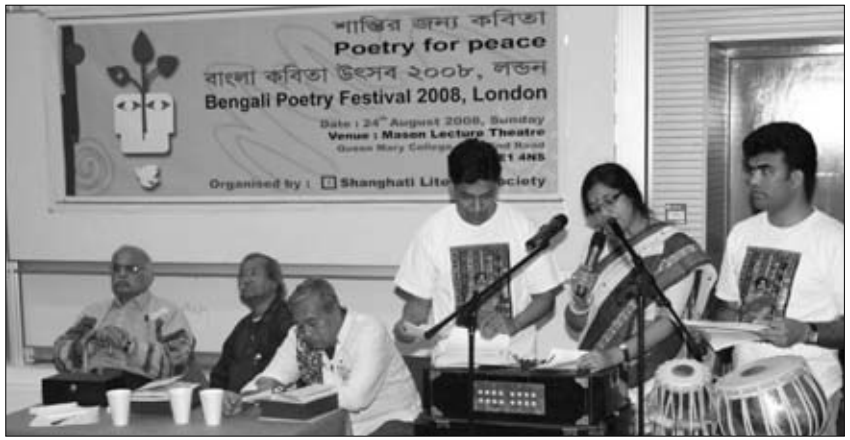

শান্তির জন্য কবিতা
Poetry for peace
বাংলা কবিতা উৎসব ২০০৮, লন্ডন
Bengali Poetry Festival 2008, London
Date : 24th August 2008, Sunday
Venue : Mason Lecture Theatre

বিলেতের প্রকাশনা সংস্থা

সংহতির ১৯ বার্ষিক
সম্মেলন '১০ ও
স্বাধীনতা দিবস

সিলেট স্কুল অব মোটরিং

তৃতীয় বাংলার লেখক পরিচিতি গ্রন্থটি প্রবাসীদের জন্য একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন। সংহতির প্রচেষ্টা সফল হোক

Helal Uddin

Sylhet School Of Motoring

www.helaldrivingschool.co.uk
info@helaldrivingschool.co.uk
Tel: 07961 358 936

সংহতি ভাষা-সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করুক নির্ভিক চিত্তে!
স্বদেশ-প্রবাসে সেতুবন্ধন হয়ে গড়ে তুলুক বিশ্বস্ততার অঙ্গিকার...

আড়ং

(দেশীয় পোশাকে আত্মার বন্ধন)

9 Vallance Road, London E1 5BS
Tel: 020 7247 7727
www.aaronglondon.com

সোনার বাংলা ট্রাভেলস্

এক পৃথিবী এক আকাশ...

অমর একুশের চেতনায় বিলীন হোক
ভৌগলিক ব্যবধান

Luthfur Rahman Sayad

SONAR BANGLA TRAVELS

146 Green Street, Forest Gate, London E7 8JQ
Tel: 020 8470 5566, Mob: 07980 641 079
sunarbanglatravels@yahoo.co.uk

অমর একুশের উদ্দীপনায় জাগরূক হোক সংহতির প্রচেষ্টা...

আর্ক রিয়েল এস্টেট

(আপনার আপন ঠিকানা গড়ে দিতে আমাদের নিরন্তর পথচলা)

- আর্ক হোম্‌স
- শাহপরাণ উপশহর
- শাহপরাণ ডুপলেক্স

Mirza Ashab Beg
235 Whitechapel Road, London E1 1DB
Tel: 020 7247 2565
91 Entwistle Road, Rochdale, Lancs OL16 2JJ
Tel: 01706 526 940

শিকড়- মাটির নির্যাসে অংকুরিত
বাংলা সাহিত্যের
স্বাদ

Shikor Media

শিকড় মিডিয়া ও শিকড় প্রকাশনী

www.shikor.co.uk
info@shikor.co.uk
farukahmedroni@yahoo.co.uk

একুশের চেতনায় দূর্গম পথ ধরে দূর্বার অঙ্গিকারে এগিয়ে চলুক
সংহতির যাত্রা....

Quality SEAFOOD (UK) LTD

TASTE FROM BACK HOME

Quality Seafood (uk)Ltd.

Faruk Miah
313 - 317 Commercial Road, London E1 2PS
Tel: 020 7790 1234, Fax: 020 7790 306

শামীম শাহানের সম্পাদনায়
অনেকদিন পর বেরুচ্ছে
বিশেষ চমক নিয়ে
তৃতীয় সংখ্যা

গ্রন্থ

gronthipro@yahoo.co.uk
shamimshahan@yahoo.co.uk

২১শে'র বইমেলা সফল হোক

প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জকে সামনে নিয়ে প্রবাসী ম্যানেজমেন্ট দ্বারা পরিচালিত টিলা-পাহাড় নদী আর শ্যামলিমার নন্দনে অপরুপ সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জে নির্মাণাধীন এক মনোমুগ্ধকর স্থাপত্য 'মার্বেলাস্ টাওয়ার' অত্যাধুনিক এপার্টমেন্ট ও সপিং কমপ্লেক্স। বিশ্বস্ততার অঙ্গিকারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ বাসযোগ্য নিরাপদ আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি

মার্ভেলাস্ হোমস্

আগে আসলে আগে
পাবেন ভিত্তিতে বরাদ্ধ
চলছে
দোকান কোঠা, ফ্ল্যাট,
ক্লিনিক, অফিস,
রেষ্টুরেন্ট।

হেড অফিস:
১৯২১ কৃষ্ণা বিপণী, গোলাপগঞ্জ
টেলি: ০৩৭৯৬৮০০০
মোবাইল: ০১৭২০ ০৪৯০৬২

লন্ডন অফিস:
ইউনিট সি ৬
417 Wicklane, London E3 2JG
টেলিফেনাঃ 0208 980 6134
ফ্যাক্সঃ 0208 980 6134

মার্ভেলাস হোমস্ প্রা: লি:

নজমুল ইসলাম: 07931 55 4406
আমিনা বেগম: 07855 329 195

mahi&co
certified practicing accounts

(ব্যবসা সংক্রান্ত এবং টেক্স এফেয়ার্স বিষয়ক প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান)

কালের যাত্রা পথে ভাষা-সাহিত্যের প্রতিশ্রুতিশীল অঙ্গিকারে
অমর একুশে বইমেলায় সংহতির অংশগ্রহণ একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ

● Business Start-up ● Company Formation
● Business Plan ● Cashflow Forecast ● VAT
● Accounts ● Payslip, P60 ● Personal Tax ●
Payroll ● Corporation Tax

and others....

For More Information

Abu Taher
Principal

Faruk Ahmed Roni
Business Advisor

78 Brady Street, London E1 5DW
T: 0207 247 3993 F: 0207 655 4901
info@mahiandco.net
www.mahiandco.net

২১শের বইমেলা শুভ হোক

ইউরোপের পাঠকের প্রিয় পত্রিকা

ইউরোবাংলা
EUROBANGLA

পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন

117 Whitechapel Road, London E1 1DT
t: 020 7377 0311
www.eurobangla.co.uk

আহমেদ হোসেন হেলালের কাব্যগ্রন্থ ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রকাশনা সূচনা এখন বাজারে

২১শে'র চেতনায় শান্তির পথে অবধারিত হোক বিশ্বমানবতা

প্রাপ্তিস্থান

230 Broomhall Street
Sheffield, S3 7SQ, United Kingdom

অমর একুশের গ্রন্থমেলায় প্রবাসীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন সংহতিকে অভিনন্দন।

LFC

Abdul Malik, Md. Abdul Munim Karol
Shamsul Hoque Ahia & Nizam Uddin

London Fried Chicken (LFC)

East Dargah Gate, Amborkhana, Sylhet, Bangladesh.

বাসা-বাড়ি, অফিস স্পেস ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়াসহ এ সংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন...

GB LINK

Properties,Sales,Management
Rent guarantee scheme
119 Globe Road
London E1 4LB
Tel &Fax:0207 791 2221

Fazlul Haque Fazlu

প্রবাসীদের অর্থায়নে প্রবাসীদের জন্য প্রবাসী পল্লী

www.probashipalli.com.bd

- ঢাকা এয়ার পোর্ট থেকে মাত্র ২৫ মিনিটের দূরত্বে সর্ববৃহৎ NRB প্রজেক্ট
- বুকিং মানি ১ লক্ষ টাকা
- এক কালীন অথবা ২৪, ৩৬, ৪৮, ৬০টি সহজ কিস্তি
  (৬০ কিস্তিতে প্রতি বর্গফুটে ২৬০০ টাকা মাত্র)
- এক কালীন পরিশোধে বিশেষ ছাড়।
- সম্পূর্ণ যানজটমুক্ত, নিরিবিলি পরিবেশ।

আপনার স্বপ্নের **PLOT** ও **FLAT** বুকিং এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

UK Head Office: 96A Mile End Road, London, E1 4UN,
t: 0207 7911 110, 0207 480 9080, f: 0207 702 8779,
e: info@probashipalli.com.bd
Bangladesh Office: Inspired Development Ltd. House No. 10, Road No. 4, Block F, Banani, Dhaka-1212. t:+88 02 8859616, +88 02 9872922
Hotline: 07904027107, 07949192556, 07946498489, 07932860750, 07502418786, 07984867988, 07951521085, 07852928485, 07956127262, 07903210563, 07903957673, USA: 6462692442

আমরা স্বপ্নবুনি সুন্দরের, আমরা স্বপ্নবুনি
নান্দনিক প্রসূতির...

২১শে বইমেলা ২০০৯

মীম টেলিফিল্মস...

76 Brady Street, London E1 5DW
Tel:0207 247 3993
taher@tiscali.co.uk

CM media
total media solution

w: www.cmmediauk.com

We are specialist

Take Away Menu
Table Menu
Flyer
Bussines Card
Brochure
Calendar
Banner (Indoor, Outdoor)

471 Railwayarch, Cantrell Road, London E3 4BN
t: 0208 9814035, 07961 750 898, 07939 594 511
e: info@cmmediauk.com